# অনুসন্ধান

# কিতাবুল মোকাদ্দস

## একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

## অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

## উনবিংশ খণ্ড : ইবরানী

**BACIB VERSION**

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

**প্রকাশক:**

**বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)**

**Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)**

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

**List of the Various Sources:**

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

**Research, Study, Translation, Editing and Rewriting:** Shamsul Alam Polash (M. Th)

**Co-translator:** Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

**Graphics and Maps:** Ruth Salome

**This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.**

**Published by:**
**Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)**
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

**Visit: www.ibc-bacib.com**

BACIB | International Bible CHURCH

# উনবিংশ খণ্ড : ইবরানী

### ভূমিকা

**পত্রখানির বৈশিষ্ট্য:** পত্রটির লেখক নিজের পরিচয় দেন নি; তথাপি নিশ্চয়ই তিনি পত্রের মূল প্রাপকের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। তবে অধিকাংশের মত অনুসারে এই পত্রটি পৌল লিখেছেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। আবার অনেকের মতে পত্রটি লিখেছেন আপল্লো, যিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং একজন ইহুদী বংশোদ্ভূত ঈসায়ী। তবে রচনাশৈলী ও অন্যান্য বিষয় বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, পত্রটি পৌল কর্তৃক লিখিত হওয়ার সম্ভ াবনাই বেশি।

**লেখার তারিখ ও কাঠামো:** সম্ভবত পত্রটি ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুশালেম ও বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংস হওয়ার আগেই লেখা হয়েছিল, কারণ এর পরে লেখা হয়ে থাকলে লেখক অবশ্যই বায়তুল মোকাদ্দসের ধ্বংস সম্পর্কে উল্লেখ করতেন। তবুও পত্রখানি লেখার সময় নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইবরানী পত্রটিকে সচরাচর একখানা পত্রই বলা হয়ে থাকে এবং এটি একটি পত্রের মতই শেষ হয়েছে। তবে এর আরম্ভ অন্যান্য পত্রের মত নয়। কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রথমে এটি ছিল এক বা একাধিক উপদেশের সংকলন। এর কোন কোন অংশকে শ্রোতাদের কাছে একজন তবলিগকারীর গভীর অনুনয়ের মত মনে হয়। তথাপি ইবরানী পত্রটি ইঞ্জিল শরীফের মধ্যে সম্ভবত গ্রীক ভাষায় সবচেয়ে সুন্দর করে সাঁজিয়ে ও গুছিয়ে লেখা হয়েছে। হয়তো এ পত্রটির প্রথম কয়েকটি পাতা যাতে এর প্রথম পাঠকদের জন্য প্রীতি-শুভেচ্ছার কথা ছিল তা কোন না কোন কারণে হারিয়ে গেছে। যদিও রকম চিন্তা করার পেছনে সরাসরি কোন প্রমাণ নেই।

**প্রাপক:** পত্রটি প্রাথমিকভাবে ইহুদী ধর্ম থেকে মন পরিবর্তনকারী ঈসায়ীদের উদ্দেশ্য লেখা হয়েছে, যারা পুরাতন নিয়মের সাথে সুপরিচিত ছিল এবং যারা ইহুদীবাদের দিকে ফিরে যেতে প্রলোভিত হয়েছিল অথবা সুসমাচারকে ইহুদী মতবাদভিত্তিক করতে প্রলোভিত হয়েছিল।

**উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু:** ইবরানী পত্রটি মূলত লেখা হয়েছিল ইহুদী থেকে আসা ঈসায়ীদের জন্য, যারা সে সময় অত্যাচার ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। লেখক তাদের মধ্যকার ঈসায়ী ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন, আর এর জন্য তিনি তাদের কাছে আবারও আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব, চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ এবং ঈসা মসীহের কৃত নাজাত ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন যে, পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌ কৃত উদ্ধারের ব্যবস্থাগুলোকে পূর্ণ করা হয়েছে এবং ঈসা মসীহের আগমন ও তাঁর কাফ্‌ফারামূলক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা সম্পন্ন করা হয়েছে। পত্রটি লেখার পেছনে লেখকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পাঠকদের প্রতি এই আহ্বান জানানো, যেন তারা:- ১. শেষ দিন পর্যন্ত ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান ধরে রাখে; ২. যেন তারা রূহানিক পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে যায়; এবং ৩. ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান ত্যাগ করে যেন ধ্বংসের দিকে ফিরে না যায়।

**পত্রখানির মূল শিক্ষা:** এই পত্রটির লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠকদের ঈসা মসীহে ঈমান হারানোর বিপদ সম্পর্কে এবং তাদের "অলস" (৬:১২) হওয়া ও "সহজে বুঝতে না পারার" (৫:১১) বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া। এইভাবে সতর্ক করে দেওয়ার বিষয়ে ইঞ্জিল শরীফে অন্যান্যদের চেয়ে এ পত্রখানির লেখক বেশ কড়া। তিনি তাঁর পাঠকদের বলেন যে, ঈসায়ী হবার পরে তারা যদি "তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলে" (৬:৬) তাহলে তাদের আর আশা নেই। অন্য কথায় তারা যে সমস্ত ধর্মবিশ্বাস থেকে এসেছে সেখানে তারা আর ফিরে যেতে পারে না। অবশ্য লেখক একথা বলছেন না যে, তার পাঠকদের মধ্যে কেউ আসলে তাদের বিশ্বাসকে ত্যাগ করেছে। বরং তিনি তাঁর চিঠিকে একটা "উপদেশের কথা" বলে দেখাচ্ছেন (১৩:২২; ৬:৯ আয়াতও দেখুন) যার মধ্যে তিনি আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা পাঠকদের এবং মসীহ্‌ যিনি বেহেশতে আছেন, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর সংগে তাদের সহভাগিতার আশার কথা মনে করিয়ে দেন।

পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন বিষয়ের (বিশেষ করে যেসব জায়গায় ইমামদের কাজ ও কোরবানীর বিষয়ে বলা আছে) শিক্ষা নিয়ে লেখক তার পাঠকদের উৎসাহ দান করেন। তিনি দাবী করেন যে পুরাতন শরীয়তই "নতুন এক শরীয়তের" দিকে আমাদের দেখিয়ে দেয় যে শরীয়ত "আগের শরীয়তকে" পুরানো করে দিয়েছে (৮:১৩)। বিশেষ করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ মসীহের স্বেচ্ছায় বাধ্য থাকায় যে ফল হয়েছে তা পুরাতন শরীয়তের কোরবানীর প্রথার দ্বারা কখনও সম্ভব হত না, তাঁর উপর যারা ঈমান আনে তা তাদের সকলের অন্তরকে

BACIB International Bible CHURCH

পরিষ্কার করে দেয় (১০:৫-১০)।
ইবরানী পত্রটির লেখক মসীহের আলোতে তাঁর পাক-কিতাব পাঠ করেছেন এবং তা মসীহ্‌কে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে বলে তিনি দেখেছেন (১:৫,৮-১২; ২:১২-১৩; ১০:৫-১০)। অবশ্য অন্যান্য জায়গায় বিশেষ করে যেমন– ১১ অধ্যায়ে তিনি পুরাতন নিয়মকে আল্লাহ্‌র বাছাই করা লোকদের ইতিহাস হিসাবে দেখে তা তার বক্তব্যে তুলে ধরবার জন্য ব্যবহার করেছেন।
ইবরানী পত্রের চিঠির কিছু কিছু ভাষা ও যুক্তি আজকের দিনের পাঠকদের চেয়ে সেই প্রথম পাঠকদের কাছে বেশী পরিচিত হয়ে থাকবে। তবে মোটামুটিভাবে এই পত্রটির মূল বক্তব্য গোটা ইঞ্জিল শরীফের মূল বক্তব্যের মত একই এবং তাই তার মূল্য সকল সময় ও সকল স্থানের জন্য একই। কারণ সকল মানুষের জন্যই গুনাহ্‌ ক্ষমার প্রয়োজন ও মসীহের জীবন কোরবানীর মূল্য রয়েছে।

**প্রধান আয়াত :** "এই পুত্র হলেন আল্লাহ্‌র মহিমার প্রভা ও তাঁর পূর্ণ ছবি এবং তিনি তাঁর পরাক্রমের কালাম দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি ধারণ করে আছেন। তিনি মানুষের গুনাহ্‌ ধুয়ে পরিষ্কার করে ঊর্ধ্বলোকে মহিমাময়ের ডান পাশে বসলেন" (১:৩)।

**প্রধান চরিত্রসমূহ:** পুরাতন নিয়মের ঈমানের বীর নারী-পুরুষগণ।

**রূপরেখা:**

(ক) ভূমিকা (১:১-৩)
(খ) ফেরেশতাদের অপেক্ষা মসীহের শ্রেষ্ঠত্ব (১:৪-২:১৮)
১. পুত্র ফেরেশতাদের চেয়েও মহান (১:৫-১৫)
২. নাজাত সম্বন্ধে সতর্ক করা (২:১-৪)
৩. ঈসা মসীহ্‌ই নাজাত দান করেন (২:৫-৯)
৪. ঈসা মসীহ্‌ ঈমানদারদের বড় ভাই (২:১০-১৮)
(গ) মূসা ও ইউসা অপেক্ষা মসীহের শ্রেষ্ঠতা (৩:১-৪:১৩)
১. ঈসা মসীহ্‌ মূসার চেয়ে মহান (৩:১-৬)
২. ঈমান দ্বারাই আল্লাহ্‌র বিশ্রামে প্রবেশ লাভ হয় (৩:৭-১৯)
৩. আল্লাহ্‌তা'লা বিশ্রামের ওয়াদা করেছেন (৪:১-১৩)
(ঘ) মসীহের ইমামত্বের শ্রেষ্ঠতা (৪:১৪-৭:২৮)
১. ঈসা মসীহ্‌ই সর্বপ্রধান মহা-ইমাম (৪:১৪-১৬)
২. ঈসা মসীহ্‌ আল্লাহ্‌-নিরূপিত মহা-ইমাম (৫:১-১০)
৩. ঈসা মসীহে স্থির থাকা না থাকার বিষয়ে সতর্ক করা (৫:১১-১৪)
৪. পরিপক্কতা লাভের চেষ্টা করা (৬:১-৮)
৫. ঈসা মসীহে আশ্রিতদের নাজাত নিশ্চিত (৬:৯-১২)
৬. আল্লাহ্‌র ওয়াদার নিশ্চয়তা (৬:১৩-২০)
৭. ঈসা মসীহের চিরস্থায়ী মহা-ইমামত্ব (৭:১-২৮)
(ঙ) মসীহের নতুন বেহেশতী নিয়মের শ্রেষ্ঠতা (৮:১-৯:২৮)
১. ঈসা মসীহের ইমামত্বের উৎকৃষ্টতা (৮:১-১৩)
২. দুনিয়ার এবাদত-তাঁবু (৯:১-২২)
৩. ঈসা মসীহের কোরবানী গুনাহের ভার তুলে নিয়েছে (৯:২৩-২৮)
(চ) মসীহের আত্ম-কোরবানীর শ্রেষ্ঠতা (১০:১-৩৯)
১. ঈসা মসীহ্‌ একবারই নিজেকে কোরবানী দিলেন (১০:১-১৮)
২. স্থির থাকবার সম্বন্ধে চেতনা (১০:১৯-৩৯)
(ছ) ঈমানের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা (১১:১-১২:২৯)
১. ঈমানের বীরদের সম্বন্ধে (১১:১-৩)
২. হাবিল, হনোক ও নূহের উদাহরণ (১১:৪-৭)
৩. হযরত ইব্রাহিমের ঈমান (১১:৮-২২)
৪. হযরত মূসার ঈমান (১১:২৩-২৮)
৫. বনি-ইসরাইলের অন্যান্য নেতৃবর্গের ঈমান (১১:২৯-৪০)
৬. ঈমানের আদিকর্তা ঈসা মসীহ্‌ (১২:১-৪)
৭. প্রভুর শাসনের শুভ ফল (১২:৫-১৭)
৮. অকম্পমান রাজ্যের অধিকারীদের সৌভাগ্য (১২:১৮-২৯)
(ঝ) শেষ উপদেশ ও উপসংহার (১৩:১-২৫)
১. ভাইদের প্রতি মহব্বত ও ঈমান সম্বন্ধে নিবেদন (১৪:১-২১)
২. শেষ কথা ও শুভেচ্ছা (১৪:২২-২৫)

## মসীহ্ ও ফেরেশতাগণ

| ইবরানীর আয়াত | পুরাতন নিয়মের আয়াত | মসীহ্ কেমন করে ফেরেশতাদের থেকে বড় |
|---|---|---|
| ইবরানী ১:৫-৮ | জবুর ২:৭ | মসীহকে আল্লাহ্র পুত্র বলা হয়েছে, যে উপাধি কখনও কোন ফেরেশতাকে দেওয়া হয় নি। |
| ইবরানী ১:৭, ১৪ | জবুর ১০৪:৪ | ফেরেশতারা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তবুও তাঁরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র গোলাম। |
| ইবরানী ১:৮,৯ | জবুর ৪৬:৬ | মসীহের রাজত্ব চিরস্থায়ী। |
| ইবরানী ১:১০ | জবুর ১০২:২৫ | মসীহ্ এই দুনিয়ার নির্মাণকর্তা। |
| ইবরানী ১:১৩ | জবুর ১১০:১ | মসীহ্কে আল্লাহ্ এক অপূর্ব সম্মান দিয়েছেন। |

ইবরানী কিতাবের লেখক একটার পর একটা পুরাতন নিয়মের কিতাবগুলো থেকে আয়াত উদ্ধৃত করে ফেরেশতাদের সঙ্গে তুলনা করে মসীহের মহত্ব তুলে ধরেছেন। প্রথম শতকের ইহুদী ও ঈসায়ীরা ফেরেশতা ও তাদের কাজ সম্বন্ধে একটি অতি কল্পনীয় দৃশ্যপট রচনা করেছিল। কিন্তু এই কিতাবের লেখক এখানে আল্লাহ্র ফেরেশতাদের কোন রকম সম্মানহানী না করে ও ফেরেশতা হিসাবে তাদের সংবাদবাহকের ভূমিকাকে অক্ষুন্ন রেখে মসীহের প্রভুত্ব তুলে ধরেছেন।

## মসীহের মানবত্ব থেকে যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি

মসীহ্ একজন খাঁটি ‘মনুষ্য নেতা’ এবং　তিনি আপনাকে নেতৃত্ব দিতে চান।
মসীহ্ একজন খাঁটি ‘আদর্শ’ এবং　তিনি চান যেন আপনি তাঁকে অনুকরণ করেন।
মসীহ্ একজন খাঁটি ‘উৎসর্গ’ এবং　তিনি আপনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।
মসীহ্ একজন ‘বিজেতা’ এবং　তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন যেন আপনি অনন্ত জীবন লাভ করেন।
মসীহ্ একজন ‘মহা-ইমাম’ এবং　তিনি করুণাময়, প্রেমময় ও তিনি আমাদের বুঝতে পারেন।

আল্লাহ্ মসীহের মধ্যে একজন নিশ্বাস-গ্রহণকারী জীবন্ত মানুষ হলেন। ইবরানী কিতাবের মধ্যে অনেক কারণ উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে, কেন বিষয়টি আমাদের বুঝতে পারা এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

**একজন চিত্রশিল্পির ধারণায় মহান হেরোদের নির্মিত এবাদতখানা**

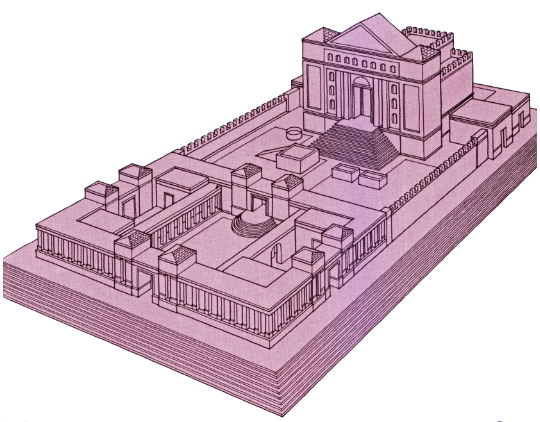

## মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন

১ [1] আল্লাহ্‌ আগেকার দিনে বহুবার ও
বহুরূপে নবীদের দ্বারা আমাদের
পূর্বপুরুষদের কাছে কথা বলেছেন; [2] কিন্তু এই
শেষ কালে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে কথা
বলেছেন, যাঁকে তিনি সর্ব বিষয়ের উত্তরাধিকারী
করে নিযুক্ত করেছেন এবং যাঁর দ্বারা এই
বিশ্বভূমণ্ডল সৃষ্টিও করেছেন। [3] এই পুত্র হলেন
আল্লাহ্‌র মহিমার প্রভা ও তাঁর পূর্ণ ছবি এবং
তিনি তাঁর পরাক্রমের কালাম দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি
ধারণ করে আছেন। তিনি মানুষের গুনাহ্‌ ধুয়ে
পরিষ্কার করে ঊর্ধ্বলোকে মহিমাময়ের ডান পাশে
বসলেন। [4] তিনি ফেরেশতাদের চেয়ে যে
পরিমাণে উৎকৃষ্ট নামের অধিকার পেয়েছেন,
তিনি সেই পরিমাণে তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন।

## পুত্র ফেরেশতাদের চেয়েও মহান

[5] কারণ আল্লাহ্‌ কোন ফেরেশতাকে কি কোন
সময়ে এই কথা বলেছেন,
“তুমি আমার পুত্র,
আমি আজ তোমাকে জন্ম দিয়েছি,”
আবার
“আমি তাঁর পিতা হব ও তিনি আমার পুত্র
হবেন”?
[6] আর যখন তিনি প্রথমজাতকে আবার দুনিয়াতে
আনয়ন করেন, তখন বলেন,
“আল্লাহ্‌র সকল ফেরেশতা তাঁর এবাদত
করুক”।
[7] আর ফেরেশতাদের বিষয়ে তিনি বলেন,
“তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে বায়ুস্বরূপ
করেন,
তাঁর সেবকদেরকে আগুনের শিখাস্বরূপ
করেন।”
[8] কিন্তু পুত্রের বিষয়ে তিনি বলেন,
“হে আল্লাহ্‌, তোমার সিংহাসন অনন্তকাল
স্থায়ী;
আর ন্যায়ের শাসনদণ্ডই তাঁর রাজ্যের
শাসনদণ্ড।
[9] তুমি ধার্মিকতাকে মহব্বত করেছ ও
নাফরমানীকে ঘৃণা করেছ;
এই কারণে আল্লাহ্‌, তোমার আল্লাহ্‌,
তোমার সাথীদের চেয়ে বেশি পরিমাণে
আনন্দ-তেলে
তোমাকে অভিষিক্ত করেছেন।”
[10] আর,
“হে প্রভু, তুমিই আদিতে দুনিয়ার ভিত্তিমূল
স্থাপন করেছ,
আসমানও তোমার হাতের রচনা।
[11] সেগুলো বিনষ্ট হবে,
কিন্তু তুমিই নিত্যস্থায়ী;
সেগুলো কাপড়ের মত পুরানো হয়ে যাবে,
[12] তুমি কাপড়ের মত সেসব গুটিয়ে রাখবে,
কাপড়ের মত সেগুলোকে বদল করা হবে;
কিন্তু তুমি যে, সেই আছ
এবং তোমার বছরগুলো কখনও শেষ হবে না।”
[13] কিন্তু তিনি কোন ফেরেশতাকে কি কোন সময়ে
বলেছেন,
“তুমি আমার ডান পাশে বস,
যতক্ষণ না আমি তোমার দুশমনদেরকে তোমার
পায়ের তলায় রাখি”?
[14] ফেরেশতারা কি সকলে সেবাকারী রূহ্‌ নন?
যারা নাজাতের অধিকারী হবে, তাঁরা কি তাদের
পরিচর্যার জন্য প্রেরিত হন নি?

## নাজাত সম্বন্ধে সতর্ক করা

২ [1] এজন্য যা যা শুনেছি তাতে আরও
আগ্রহের সঙ্গে আমাদের মনোযোগ দেওয়া
উচিত, যেন কোনক্রমেই তা থেকে দূরে সরে না
যাই। [2] কেননা ফেরেশতাদের দ্বারা যে কালাম
বলা হয়েছিল তা যখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত
হয়েছিল এবং লোকে কোনভাবে তা লঙ্ঘন
করলে, কিংবা তার অবাধ্য হলে যখন উচিত
শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, [3] তা হলে এমন মহৎ
এই নাজাত অবহেলা করলে আমরা কিভাবে
রক্ষা পাব? এই কথা তো প্রথমে প্রভুর দ্বারা

[১:১] ইউ ৯:২৯; ১২:২৫; শুমারী ১২:৬,৮।
[১:২] দ্বি:বি: ৪:৩০; ৫:৮; ৭:২৮; ১পিতর ১:২০; মথি ৩:১৭; ১১:২৭; ২৮:১৮।
[১:৩] কল ১:১৭; তীত ২:১৪; মার্ক ১৬:১৯।
[১:৪] ইফি ১:২১; ফিলি ২:৯,১০।
[১:৫] জবুর ২:৭।
[১:৬] দ্বি:বি: ৩২:৪৩; জবুর ৯৭:৭।
[১:৭] জবুর ১০৪:৪।
[১:৮] লূক ১:৩৩ ।
[১:৯] ফিলি ২:৯; ইশা ৬১:১,৩; জবুর ৪৫:৬,৭।
[১:১০] জবুর ৮:৬; জাকা ১২:১ ।
[১:১১] ইশা ৩৪:৪; ৫১:৬।
[১:১২] জবুর ১০২:২৫-২৭।
[১:১৩] ইউসা ১০:২৪; জবুর ১১০:১; মথি ২২:৪৪।
[১:১৪] জবুর ৯১:১১; দানি ৭:১০; মথি ২৫:৩৪।
[২:১] রোমীয় ১১:২২।
[২:২] দ্বি:বি: ৩৩:২; প্রেরিত ৭:৫৩; গালা ৩:১৯।
[২:৩] ইব ১০:২৯; ১২:২৫; ১:২; লূক ১:২ ।

**১:১ আল্লাহ্‌ ... বলেছেন**। অতীতে আল্লাহ্‌ নবীদের মাধ্যমে কথা বলেছেন, যারা ঈসা মসীহের আগমনের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করে তোলার জন্য সাক্ষ্য দিয়েছেন ও ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন।

**১:৩ ঊর্ধ্বলোকে মহিমাময়ের ডান পাশে বসলেন**। ক্রুশের উপরে আমাদের গুনাহ্‌র জন্য মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে প্রভু ঈসা বেহেশতে আল্লাহ্‌র সিংহাসনের ডান পাশে সবচেয়ে সম্মানজনক স্থানে উপবিষ্ট হয়েছেন। তিনি সেখানে মানুষের মুক্তির জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রতিনিয়ত তাঁর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

**১:৪ ফেরেশতাদের অপেক্ষা ... শ্রেষ্ঠ হয়েছেন**। আল্লাহ্‌র একজাত পুত্র হওয়ায় ঈসা মসীহ্‌ যেমন নবীদের চাইতে মহান ছিলেন, তেমনি তিনি ফেরেশতাদের চাইতেও মহান ছিলেন।

**১:৬ প্রথমজাত**। ঈসা মসীহ্‌ দুই অর্থে প্রথমজাত। *প্রথমত*, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বেই পিতার প্রথমজাত ও একমাত্র কর্তৃত্বকারী পুত্র হিসেবে; এবং *দ্বিতীয়ত*, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত হিসেবে, যিনি পুত্রের অধিকার নিয়ে নাজাতের প্রশস্ত পথ সৃষ্টি করে অনেকের জন্য পথ খুলে দিয়েছেন।

**১:৮ পুত্রের বিষয়ে ... হে আল্লাহ্‌**। ঈসা মসীহ্‌ নিজেই যে আল্লাহ্‌, সে বিষয়ে পাক-কিতাবের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য।

**১:৯ ধার্মিকতাকে ... নাফরমানীকে ঘৃণা**। শুধু ধার্মিকতা অর্জন করাই ঈসায়ীদের একমাত্র কর্তব্য নয়, সেই সাথে মন্দতাকে ঘৃণা করাও তাদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

**২:২ ফেরেশতাদের দ্বারা ... বলা হয়েছিল**। সিনাই পর্বতে মূসাকে যে শরীয়ত দেয়া হয়েছিল।

**২:৩ এমন মহৎ এই নাজাত**। সিনাই পর্বতে ফেরেশতাগণ দ্বারা যে শরীয়ত মূসাকে দেয়া হয়েছিল, তা ছিল মধ্যস্থতাসূচক প্রত্যাদেশ। কিন্তু এই নতুন প্রত্যাদেশ, অর্থাৎ নাজাতের

BACIB
International Bible CHURCH

ঘোষণা করা হয়েছিল ও যারা তা শুনেছিল তাদের
দ্বারা আমাদের কাছে যখন তা প্রমাণিত হল;
৪ তখন আল্লাহ্‌ও নানা চিহ্ন-কাজ, অদ্ভুত লক্ষণ
ও নানা রকম কুদরতি-কাজ এবং তাঁর
ইচ্ছানুসারে পাক-রূহের নানা রকম বর দান
করার মধ্য দিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

**ঈসা মসীহ্‌ই নাজাত দান করেন**

৫ বাস্তবিক যে ভাবী দুনিয়ার কথা আমরা বলছি,
তা তিনি ফেরেশতাদের অধীন করেন নি। ৬ বরং
কোন এক ব্যক্তি কোন এক স্থানে সাক্ষ্য দিয়ে
বলেছেন,
"মানুষ কি যে তুমি তাকে স্মরণ কর?
মানুষের সন্তানই বা কি যে তার তত্ত্বাবধান
কর?
৭ তুমি ফেরেশতাদের চেয়ে তাকে সামান্য নিচু
করেছ,
মহিমা ও সমাদরের মুকুটে বিভূষিত করেছ;
৮ আর সকলই তার পদতলে তার অধীন
করেছ।"
বস্তুত সকলই তিনি তার অধীন করেছেন এবং
অবশিষ্ট এমন কিছুই রাখেন নি যা তার অধীন
করেন নি; কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা সমস্ত
কিছুই মানুষের অধীন দেখতে পাচ্ছি না। ৯ কিন্তু
ঈসাকে দেখতে পাচ্ছি, যাঁকে অল্পক্ষণের জন্য
ফেরেশতাদের চেয়ে সামান্য নিচু করা হয়েছে,
তাঁর মৃত্যুভোগ হেতু এখন তিনি মহিমা ও
সমাদর-মুকুটে বিভূষিত হয়েছেন, যেন তিনি
আল্লাহ্‌র রহমতে সকলের পক্ষে মৃত্যুর আস্বাদ
গ্রহণ করেন।

**ঈসা মসীহ্ ঈমানদারদের বড় ভাই**

১০ কেননা এটাই উপযুক্ত ছিল যে, আল্লাহ্,
যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই সৃষ্টি
হয়েছে, তিনি অনেক সন্তানকে মহিমার ভাগী
করার উদ্দেশ্যে তাদের নাজাতের আদিকর্তাকে
দুঃখভোগ দ্বারা পূর্ণতা দান করেন। ১১ কারণ
যিনি পবিত্র করেন ও যারা পবিত্রীকৃত হয়,
সকলেরই এক জন পিতা আছেন; এজন্য তিনি
তাদেরকে ভাই বলতে লজ্জা পান না। ১২ তিনি
বলেন,
"আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম
তবলিগ করবো,
মণ্ডলীর মধ্যে তোমার প্রশংসা-গান করব।"
১৩ আবার,
"আমি তাঁরই উপরে ভরসা রাখব।"
আবার,
"দেখ, আমি ও সেই সন্তানেরা,
যাদেরকে আল্লাহ্ আমায় দিয়েছেন।"
১৪ ভাল, সেই সন্তানেরা যখন রক্ত-মাংসের
মানুষ, তখন তিনি নিজেও তেমনি রক্ত-মাংসের
মানুষ হলেন; যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর অধিপতিকে
অর্থাৎ শয়তানকে শক্তিহীন করেন, ১৫ এবং যারা
মৃত্যুর ভয়ে সারা জীবন গোলামির অধীন ছিল
তাদেরকে উদ্ধার করেন। ১৬ কারণ তিনি তো
ফেরেশতাদের সাহায্য করেন না, কিন্তু
ইব্রাহিমের বংশের লোকদের সাহায্য করেন।
১৭ অতএব সমস্ত বিষয়ে তাঁর ভাইদের মত হওয়া
তাঁর উচিত ছিল, যেন তিনি লোকদের গুনাহ্‌র
কাফ্‌ফারা দেবার জন্য আল্লাহ্‌র এবাদতের
কাজে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহা-ইমাম হন।
১৮ কেননা তিনি নিজে পরীক্ষিত হয়ে দুঃখভোগ
করেছেন বলে যারা পরীক্ষিত হয় তাদের সাহায্য
করতে পারেন।

[২:৪] ইউ ৪:৪৮; মার্ক ১৬:২০; ১করি ১২:৪; ইফি ১:৫।
[২:৬] ইব ৪:৪; আইয়ুব ৭:১৭; জবুর ১৪৪:৩ ।
[২:৮] মথি ২২:৪৪; জবুর ৮:৪-৬ ।
[২:৯] প্রেরিত ৩:১৩; ফিলি ২:৯; ২:৭-৯; ২করি ৫:১৫।
[২:১০] লূক ২৪:২৬; রোমীয় ১১:৩৬; ইব ৫:৮,৯; ৭:২৮।
[২:১১] ইব ১৩:১২; ইফি ৫:২৬; মথি ২৮:১০।
[২:১২] জবুর ২২:২২; ৬৮:২৬।
[২:১৩] ইউ ১০:২৯; ইশা ৮:১৭,১৮।
[২:১৪] ইউ ১:১৪; ১করি ১৫:৫০; ইফি ৬:১২; পয়দা ৩:১৫; ১করি ১৫:৫৪-৪৭; ২তীম ১:১০; ১ইউ ৩:৮।
[২:১৫] ২তীম ১:৭।
[২:১৬] লূক ৩:৮।
[২:১৭] ফিলি ২:৭; ইব ৫:২; রোমীয় ৩:২৫।
[২:১৮] ইব ৪:১৫।

---

সুসমাচার স্বয়ং প্রভু দান করেছেন। কাজেই শরীয়ত অমান্য করার শাস্তির চাইতে সুসমাচার অমান্য করার শাস্তি হবে আরও বেশি ভয়াবহ ও অসহনীয়।

**২:৪ আল্লাহ্‌ও ... সাক্ষ্য দিয়েছেন।** আল্লাহ্ নিজে তাঁর পাক-রূহের কৃত বিভিন্ন চিহ্ন, অদ্ভুত লক্ষণ ও বহু আশ্চর্য কাজ এবং পাক-রূহের বর দানের মধ্য দিয়ে সুসমাচারের সত্যগুলোর পক্ষে তাঁর সাক্ষ্য দান করেছেন।

**২:৫ ফেরেশতাদের অধীন করেন নি।** প্রভুর লোকদের আসন্ন গৌরবময় যুগ সৃষ্টি হবে আল্লাহ্‌র পুত্র দ্বারা নতুন বেহেশত ও নতুন পৃথিবী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, যা কেবল পুত্রেরই বশীভূত হবে, ফেরেশতাদের নয়।

**২:৮ সকলই ... অধীন করেছ।** এখন আমরা এই দুনিয়াতে সমস্ত কিছু মসীহের অধীনে দেখি না, বরং অনেক কিছুর উপরেই শয়তান কর্তৃত্ব করছে। কিন্তু এমন এক সময় আসছে যখন মসীহ্ শয়তানকে পরাজিত করে সমস্ত পৃথিবীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করবেন।

**২:৯ অল্পক্ষণের ... সামান্য নিচু করা হয়েছে।** মহান নাজাতের কাজ সাধনের জন্য এই পৃথিবীতে নেমে আসার উদ্দেশ্যে মসীহ্ নিজেকে অত্যন্ত নত করেছেন, মানুষের রূপ ধারণ করেছেন; কিন্তু তা ছিল খুবই কম সময়ের জন্য। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন এবং এখন তিনি আল্লাহ্‌র ডান পাশে সর্বোচ্চ সম্মান ও গৌরব সহকারে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

**২:১০ দুঃখভোগ দ্বারা পূর্ণতা দান করেন।** মসীহ্ রূহানিকভাবে অপূর্ণ ছিলেন না, কিন্তু যখন তিনি নাজাতের আদিকর্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকা সম্পন্ন করেছেন, ঠিক সেই সময় দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর মানবীয় জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে এবং তিনি পূর্ণতা লাভ করেছেন।

**২:১১ ভাই বলতে লজ্জিত হন না।** মসীহ্ মানুষকে নাজাত দান করার জন্য তাদের সমান হলেন ও মানুষের ভাই হয়ে এই দুনিয়াতে বিচরণ করলেন।

**২:১৬ ইব্রাহিমের বংশের লোক।** এখানে সমস্ত ঈমানদার লোকদের কথা বোঝানো হয়েছে।

**২:১৭ দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহা-ইমাম।** মসীহ্ মানুষের সাথে একাত্ম হতে মানুষ হয়েই জন্ম নিলেন, যেন তিনি আল্লাহ্‌র সামনে তাদের পক্ষে মধ্যস্থতামূলক ইমামতি করতে পারেন ও কাফ্‌ফারা দিতে পারেন।

**২:১৮ নিজে পরীক্ষিত হয়ে।** মসীহ্ নিজে মানুষ হয়ে পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন বলেই তিনি মানুষকে পরীক্ষায় পড়া থেকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারেন।

BACIB International Bible CHURCH

### ঈসা মসীহ্ হযরত মূসার চেয়ে মহান

**৩** ১ অতএব, হে পবিত্র ভাইয়েরা, বেহেশতী
আহ্বানের অংশীদারেরা, যিনি আমাদের
ঈমানের স্বীকারোক্তির প্রেরিত ও মহা-ইমাম,
তোমরা সেই ঈসার প্রতি দৃষ্টি রাখ। ২ মূসা যেমন
আল্লাহ্র সমস্ত গৃহের মধ্যে বিশ্বস্ত ছিলেন, তেমনি
ঈসাও আপন নিয়োগকর্তার কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন।
৩ বস্তুত গৃহ নির্মাতা যেমন গৃহের চেয়ে বেশি
সম্মান পান, ঈসা ঠিক একইভাবে মূসার চেয়ে
বেশি গৌরবের যোগ্যপাত্র বলে গণিত হয়েছেন।
৪ কেননা প্রত্যেক গৃহ কারো দ্বারা তৈরি হয়, কিন্তু
যিনি সকলই তৈরি করেছেন তিনি আল্লাহ্।
৫ আর মূসা আল্লাহ্র সমস্ত গৃহের মধ্যে
সেবাকারী হিসেবে বিশ্বস্ত ছিলেন; ভবিষ্যতে যে
সব বিষয় বলা হবে, যেন সেই সব বিষয়ে সাক্ষ্য
দান করেন; ৬ কিন্তু মসীহ্ তাঁর গৃহের উপরে পুত্র
হিসেবে বিশ্বস্ত ছিলেন; আর আমরাই তাঁর সেই
গৃহ, যদি আমরা আমাদের গর্বের বস্তু সেই
প্রত্যাশাকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করি।

### ঈমান দ্বারাই আল্লাহ্র বিশ্রামে প্রবেশ লাভ হয়

৭ অতএব পাক-রূহ্ যেমন বলেন,
"আজ যদি তোমরা তাঁর স্বর শুনতে পাও,
৮ তবে নিজ নিজ অন্তর কঠিন করো না,
যেমন সেই বিদ্রোহ স্থানে,
মরুভূমির মধ্যে সেই পরীক্ষার দিনে
ঘটেছিল;
৯ সেখানে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাকে
যাচাই করলো
এবং চল্লিশ বছর ধরে আমার কাজগুলো
দেখেও আমায় পরীক্ষা করলো;
১০ এজন্য আমি এই জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট
হলাম,
আর বললাম, এরা সব সময় অন্তরে ভ্রান্ত
হয়;
আর তারা আমার পথ জানল না;
১১ তখন আমি আপন ক্রোধে এই শপথ
করলাম,
এরা আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করবে না।"
১২ ভাইয়েরা দেখো, তোমাদের মধ্যে কারও
যেন অবিশ্বাসের এমন মন্দ অন্তর না থাকে যে,
তোমরা জীবন্ত আল্লাহ্র কাছ থেকে সরে পড়।
১৩ বরং তোমরা দিন দিন একে অন্যকে চেতনা
দাও, যতদিন 'আজ' নামে আখ্যাত সময় থাকে,
যেন তোমাদের মধ্যে কেউ গুনাহ্র প্রতারণায়
কঠিন হয়ে না পড়ে। ১৪ কেননা আমরা মসীহের
সহভাগী হয়েছি– অবশ্য যদি আমাদের আদি
ভরসা শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করি। ১৫ ফলত
বলা হয়েছে,
"আজ যদি তোমরা তাঁর স্বর শুনতে পাও,
তবে নিজ নিজ অন্তর কঠিন করো না,
যেমন ঘটেছিল সেই বিদ্রোহ স্থানে।"
১৬ তখন যারা শুনে বিদ্রোহ করেছিল তারা কারা
ছিল? মূসার নেতৃত্বে যারা মিসর থেকে বের হয়ে
এসেছিল সেসব লোক কি নয়? ১৭ কাদের প্রতিই
বা তিনি চল্লিশ বছর অসন্তুষ্ট ছিলেন? তাদের
প্রতি কি নয়, যারা গুনাহ্ করেছিল, যাদের লাশ
মরুভূমিতে পড়ে ছিল? ১৮ তিনি কাদের বিরুদ্ধেই
বা এই শপথ করেছিলেন যে, "এরা আমার
বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ করবে না," তারা কি সেই
সব লোক নয় যারা অবাধ্য হয়েছিল? ১৯ এতে
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঈমানহীনতার জন্যই
তারা সেই বিশ্রাম-স্থানে প্রবেশ করতে পারে নি।

### আল্লাহ্‌তা'লা বিশ্রামের ওয়াদা করেছেন

**৪** ১ অতএব তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করার
ওয়াদা যখন এখনও কার্যকর, সেজন্য
আমাদের সাবধান হতে হবে যেন আমাদের
মধ্যে কেউ সেই বিশ্রামে প্রবেশ করা থেকে
বঞ্চিত না হয়। ২ কেননা সুসমাচার তাদের কাছে
যেমন, তেমনি আমাদের কাছেও তবলিগ করা
হয়েছে, কিন্তু তারা যে সুসমাচার শুনেছিল তাতে
তাদের কোন উপকার হয় নি, কেননা যারা তা
শুনেছিল তেমন শ্রোতাদের সঙ্গে তারা ঈমানে
তাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে নি। ৩ বাস্তবিক ঈমান
এনেছি যে আমরা, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ
করতে পারছি; যেমন তিনি বলেছেন,
"তখন আমি আপন ক্রোধে এই কসম খেলাম,
এরা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না,"
যদিও তাঁর কাজ দুনিয়া পত্তনের সময় থেকেই
সমাপ্ত হয়েছিল। ৪ কেননা পাক-কিতাবের এক
স্থানে সপ্তম দিন সম্বন্ধে বলা হয়েছে,
"এবং সপ্তম দিনে আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত

[৩:১] রোমীয় ৮:২৮; ১তীম ৬:১২; ২করি ৯:১৩।
[৩:২] শুমারী ১২:৭।
[৩:৩] দ্বি:বি: ৩৪:১২।
[৩:৪] পয়দা ১:১।
[৩:৫] হিজ ১৪:৩১; শুমারী ১২:৭।
[৩:৬] ১করি ৩:১৬; রোমীয় ১১:২২; ৫:২।
[৩:৭] প্রেরিত ২৮:২৫; ইব ৯:৮; ১০:১৫।
[৩:৮] ইব ৪:৭।
[৩:৯] শুমারী ১৪:৩৩; দ্বি:বি: ১:৩; প্রেরিত ৭:৩৬।
[৩:১১] দ্বি:বি: ১:৩৪,৩৫; জবুর ৯৫:৭-১১।
[৩:১২] মথি ১৬:১৬।
[৩:১৩] ইয়ার ১৭:৯; ইফি ৪:২২।
[৩:১৪] ইফি ৩:১২।
[৩:১৫] জবুর ৯৫:৭,৮।
[৩:১৬] শুমারী ১৪:২।
[৩:১৭] ১করি ১০:৫; শুমারী ১৪:২৯; জবুর ১০৬:২৬।
[৩:১৮] শুমারী ১৪:২০-২৩।
[৩:১৯] জবুর ৭৮:২২; ১০৬:২৪; ইউ ৩:৩৬।
[৪:১] ইব ১২:১৫।
[৪:২] ১থিষ ২:১৩।
[৪:৩] ইব ৩:১১; জবুর ৯৫:১১; দ্বি:বি: ১:৩৪,৩৫।
[৪:৪] হিজ ২০:১১; পয়দা ২:২,৩।

---

**৩:৬ আমরাই তাঁর সেই গৃহ**। আল্লাহ্র লোকেরাই তাঁর মণ্ডলী, তাঁর গৃহ।

**যদি আমরা ... ধারণ করি**। এই প্রত্যাশা ধারণ করার ব্যর্থতা এ কথা প্রকাশ করবে যে, আমরা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্র সন্তান নই।

**৩:৯ আমায় পরীক্ষা করলো**। আল্লাহ্‌কে অমান্য করার সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

**৩:১৪ যদি ... ধারণ করি**। নিশ্চিতভাবে নাজাত লাভ করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ঈমানে অবিচল থাকতে হবে।

**৪:১ তাঁর বিশ্রামে ... বঞ্চিত না হয়**। ঈমানে অবিচলভাবে স্থির না থাকার ফলে এবং মসীহের প্রতি বাধ্যতার অভাবে আমরা বেহেশতী অনন্ত বিশ্রামের প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারি।

**৪:৩ বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারছি**। ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান আনার মধ্য দিয়ে আমরা নাজাতস্বরূপ বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারি, যা ঘটবে আমাদের এই দুনিয়াবী জীবনের শেষে।

# পুরাতন ও নতুন চুক্তি

একজন লোকের ছবি ও বাস্তবে তার প্রকৃতির সঙ্গে যে পার্থক্য অর্থাৎ যে মিল ও অমিল নির্ণয় করা যায় ঠিক একইভাবে এই কিতাবের লেখক হযরত মূসার পুরানো চুক্তি ও মসীহের নতুন চুক্তির মধ্যেকার যে যোগাযোগ-সম্পর্ক তা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, পুরানো চুক্তি ছিল প্রকৃত মসীহের একটি ছায়ামাত্র।

| আয়াত | হযরত মূসার অধীনে পুরানো চুক্তি | মসীহে নতুন চুক্তি | প্রয়োগ |
|---|---|---|---|
| ৮:৩,৪ | গুনাহের দোষে যারা দোষী তাদের কোরবানী ও উপহার | দোষশূন্য মসীহের নিজেকে কোরবানী করা | মসীহ্ আপনার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। |
| ৮:৫,৬, ১০-১২ | দৃশ্যমান দালানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যেখানে একজন মানুষ এবাদত করতে যায় | ঈমানদারদের হৃদয়ে মসীহের রাজত্বের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে | আল্লাহ্ সরাসরি আপনার জীবনে কাজ করছেন। |
| ৮:৫,৬, ১০-১২ | একটি ছায়া | একটি বাস্তবতা | সাময়িক নয়, বরং অনন্তকালীন। |
| ৮:৬ | সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা | সীমাহীন প্রতিজ্ঞা | আমাদের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তাতে আমরা নির্ভর করতে পারি। |
| ৮:৮,৯ | লোকেরা চুক্তিটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে | মসীহ্ বিশ্বস্তভাবে চুক্তিটি পালন করেছেন | মসীহ্ চুক্তিটি বিশ্বস্তভাবে পালন করেছেন যেখানে সাধারণ লোকেরা চুক্তিটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। |
| ৯:১ | নিয়ম-কানুনের বাহ্যিক মানদণ্ড | আভ্যন্তরীণ মানদণ্ড; একটি নতুন হৃদয় | আল্লাহ্ দু'টি কাজই দেখছেন; আমরা নিয়মের কাছে নয় কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে দায়বদ্ধ। |
| ৯:৭ | আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার সীমাবদ্ধতা | আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার সীমাহীনতা | ব্যক্তিগতভাবে এখন আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়া যায়। |
| ৯:৯,১০ | আইনগত পাক-পবিত্রতা | ব্যক্তিগত পাক-পবিত্রতা | আল্লাহ্ কর্তৃক পাক-পবিত্র কারার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। |
| ৯:১১-১৪, ২৪-২৮ | চলমান কোরবানীর ব্যবস্থা | শেষ কোরবানী | মসীহের কোরবানী ছিল নিখুঁত ও শেষ। |
| ৯:২২ | গুনাহের ক্ষমা অর্জন করতে হয় | গুনাহের ক্ষমা বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে | এখন মানুষ পরিপূর্ণ ও সত্যিকারের ক্ষমা পায়। |
| ৯:২৪-২৮ | প্রতি বছর করতে হয় | মসীহ্ তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা সমাপ্ত করেছেন | মসীহের মৃত্যু আমাদের গুনাহ্ ক্ষমার জন্য ব্যবহার করা যায়। |
| ৯:২৬ | মাত্র কয়েক জনের জন্য পাওয়া যেত | সকলের জন্য পাওয়া যায় | আপনার জন্যও এই ক্ষমা এখন পাওয়া যায়। |

কাজ থেকে বিশ্রাম করলেন।”
৫ আবার এই স্থানে তিনি বলেন,
“এরা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।”
৬ অতএব বাকি রইলো এই যে, কতগুলো
লোক বিশ্রামে প্রবেশ করবে, আর যাদের কাছে
সুসমাচার আগে তবলিগ করা হয়েছিল, তারা
অবাধ্যতার কারণে বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারে
নি; ৭ আবার তিনি পুনরায় একটি দিন “আজ”
নির্ধারণ করে দাউদের মধ্য দিয়ে অনেক দিন পর
বলেন,
“আজ,” যেমন আগে বলা হয়েছে,
আজ যদি তোমরা তাঁর স্বর শুনতে পাও,
তবে নিজ নিজ অন্তর কঠিন করো না।”
৮ বস্তুতঃ ইউসা যদি তাদেরকে বিশ্রাম দিতেন,
তবে আল্লাহ্ তারপর অন্য দিনের কথা বলতেন
না। ৯ সুতরাং আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য এখনও
একটি বিশ্রামকাল ভোগ করা বাকী রয়েছে।
১০ কেননা যেমন আল্লাহ্ তাঁর নিজের কাজ থেকে
বিশ্রাম নিয়েছিলেন, তেমনি যে ব্যক্তি তাঁর বি-
শ্রামে প্রবেশ করেছে সেও তার নিজের কাজ
থেকে বিশ্রাম পায়। ১১ অতএব এসো, আমরা
সেই বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করতে সচেষ্ট হই, যেন
কেউ অবাধ্যতার সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে সেই
বিশ্রাম থেকে বাদ না পড়ে।
১২ কেননা আল্লাহ্‌র কালাম জীবন্ত ও কার্যকর
এবং দু’দিকে ধার আছে এমন তলোয়ারের চেয়ে
ধারালো এবং প্রাণ ও রূহ্, গ্রন্থি ও মজ্জার গভীরে
কেটে বসে এবং হৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছা ও চিন্তা
পরীক্ষা করে দেখে; ১৩ আর তাঁর সাক্ষাতে কোন
সৃষ্ট বস্তু অপ্রকাশিত নয়; কিন্তু তাঁর চোখের
সম্মুখে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রয়েছে, যাঁর কাছে
আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে।

## ঈসা মসীহ্‌ই সর্বপ্রধান মহা-ইমাম

১৪ ভাল, আমরা এক মহান মহা-ইমামকে
পেয়েছি, যিনি বেহেশতগুলো দিয়ে গমন
করেছেন, তিনি ঈসা, আল্লাহ্‌র পুত্র; অতএব
এসো, আমরা ধর্ম প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ
করি। ১৫ কেননা আমরা এমন মহা-ইমামকে
পাই নি, যিনি আমাদের দুর্বলতা ঘটিত দুঃখে
দুঃখিত হতে পারেন না, কিন্তু তিনি সমস্ত বিষয়ে
আমাদের মত পরীক্ষিত হয়েছেন অথচ গুনাহ্
করেন নি। ১৬ অতএব এসো, আমরা সাহসপূর্বক
অনুগ্রহ-সিংহাসনের কাছে উপস্থিত হই, যেন
করুণা লাভ করি এবং প্রয়োজনের সময়
সাহায্যের জন্য রহমত পাই।

## ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্-নিরূপিত মহা-ইমাম

৫ ১ বস্তুত প্রত্যেক মহা-ইমামকে মানুষের
মধ্য থেকে বেছে নিয়ে মানুষের পক্ষে
আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কাজে নিযুক্ত করা হয়, যেন
তিনি উপহার উৎসর্গ ও গুনাহ্‌র জন্য পশু
কোরবানী করেন। ২ তিনি অজ্ঞ ও ভ্রান্ত সকলের
প্রতি কোমল ব্যবহার করতে সমর্থ, কারণ তাঁর
মধ্যেও দুর্বলতা আছে; ৩ এবং সেই দুর্বলতার
কারণে যেমন জনগণের গুনাহের জন্য, তেমনি
নিজের গুনাহ্‌র জন্যও নৈবেদ্য কোরবানী করা
তাঁর অবশ্য কর্তব্য।
৪ আর কেউ সেই সম্মান নিজের উপর আরোপ
করে না, কিন্তু আল্লাহ্ কর্তৃক আহ্বান পেয়েই তা
পায়; হারুনও সেইভাবে পেয়েছিলেন।
৫ তেমনি মসীহ্‌ও মহা-ইমাম হবার জন্য নিজে
নিজেকে গৌরবান্বিত করেন নি, কিন্তু তিনিই
করেছিলেন, যিনি তাঁকে বললেন,
“তুমি আমার পুত্র,
আমি আজ তোমাকে জন্ম দিয়েছি।”
৬ একই ভাবে অন্য গজলেও তিনি বলেন,
“তুমিই মাল্‌কীসিদ্দিকের রীতি অনুসারে
অনন্তকালীন ইমাম।”
৭ যিনি মৃত্যু থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সমর্থ,

[৪:৫] জবুর ৯৫:১১।
[৪:৬] ইব ৩:১৮।
[৪:৭] জবুর ৯৫:৭,৮।
[৪:৮] ইউসা ২২:৪; ইব ১:১।
[৪:১০] লেবীয় ২৩:৩; প্রকা ১৪:১৩।
[৪:১২] মার্ক ৪:১৪; লূক ৫:১; ১১:২৮; ইউ ১০:৩৫; ২তীম ২:৯; ১পিতর ১:২৩; প্রকা ১:২,৯; ১:১৬; ইশা ৫৫:১১; ইয়ার ২৩:২৯।
[৪:১৩] মেসাল ৫:২১; জবুর ৩৩:১৩-১৫; ইয়ার ১৬:১৭; ২৩:২৪; দানি ২:২২।
[৪:১৪] ইব ২:১৭; মথি ৪:৩।
[৪:১৫] ২করি ৫:২১।
[৪:১৬] ইফি ৩:১২।
[৫:১] ইব ২:১৭।
[৫:২] ইশা ২৯:২৪।
[৫:৩] লেবীয় ৯:৭; ১৬:৬।
[৫:৪] হিজ ২৮:১; শুমারী ১৪:৪০; ১৮:৭।
[৫:৫] ইউ ৮:৫৪; জবুর ২:৭; মথি ৩:১৭ ।
[৫:৬] পয়দা ১৪:১৮; জবুর ১১০:৪।
[৫:৭] লূক ২২:৪১-

**৪:৯ বিশ্রামকাল ভোগ করা বাকি রয়েছে।** আল্লাহ্ আমাদের জন্য যে বিশ্রামের ওয়াদা করেছেন তা কেবল দুনিয়াবী বিশ্রাম নয়, বরং বেহেশতী বিশ্রামও বটে। প্রত্যেক ঈমানদারের জন্যই বেহেশতে অনন্ত বিশ্রাম অপেক্ষা করছে।

**৪:১১ প্রবেশ করতে সচেষ্ট হই।** ঈমানদারদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র বেহেশতী আবাসে প্রবেশের জন্য একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালামে নিজেকে স্থির রাখা এবং একাগ্রচিত্তে মুনাজাতে নিবিষ্ট থাকা।

**৪:১২ আল্লাহ্‌র কালাম।** আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের ভেতরে তলোয়ারের মত প্রবেশ করে এবং আমাদের চিন্তা-চেতনা রূহানিক না দুনিয়াবী তা প্রকাশ করে। কাজেই তাঁর কালামই আমাদেরকে বলে দেয় যে, কে তাঁর বেহেশতী রাজ্যে প্রবেশ করবে বা কে করবে না।

**৪:১৩ তাঁর সাক্ষাতে ... অপ্রকাশিত নয়।** আল্লাহ্‌র কালামের কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না। কাজেই প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে হিসাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র মুখোমুখি হতে হবে।

**৪:১৪ মহান মহা-ইমাম।** কাফ্‌ফারার দিনে মহা-ইমাম হারুন যেভাবে মহা-পবিত্র স্থানে গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ইসরাইল জাতির মধ্যস্থতা করেছেন, ঠিক সেভাবে ঈসা মসীহ্‌ও ক্রুশের উপরে গুনাহ্‌গার লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মধ্যস্থতা করেছেন এবং পুনরুত্থিত দেহে বেহেশতে আরোহণ করে তিনি এখন পর্যন্ত আমাদের জন্য ইমামতি করে চলেছেন।

**৪:১৬ সাহসপূর্বক ... উপস্থিত হই।** যেহেতু মসীহ্ আমাদের দুর্বলতাগুলো জানেন, সে কারণে আমাদেরকে অবশ্যই সাহস করে তাঁর অনুগ্রহ সিংহাসনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে, যেন আমাদের বিনতি ও মুনাজাতগুলো তিনি আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থাপন করেন ও তা গৃহীত হয়।

**৫:৩ নিজের গুনাহ্‌র জন্যও।** মহা-ইমাম সকলের গুনাহ্ মাফের জন্য কোরবানী দিলেও তিনি নিজে একজন মানুষ, সে কারণে তার নিজের গুনাহ্ মাফের জন্য অবশ্যই কোরবানী দিতে হত। কিন্তু ঈসা মসীহ্ এর ব্যতিক্রম, কারণ তিনি সম্পূর্ণভাবে গুনাহ্‌মুক্ত ছিলেন।

**৫:৬ মাল্‌কীসিদ্দিকের রীতি।** তৌরাত শরীফে মাল্কীসিদ্দককে

BACIB International Bible CHURCH

তাঁরই কাছে ঈসা এই দুনিয়াতে থাকবার সময়ে তীব্র আর্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে মুনাজাত ও ফরিয়াদ করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তির কারণে তিনি তাঁর মুনাজাতের উত্তর পেয়েছিলেন।
৮ যদিও তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন, তবুও দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্যতা শিক্ষা করেছিলেন; ৯ এবং নিজ সিদ্ধতায় চালিত হয়ে যারা তাঁর বাধ্য তাদের সকলের অনন্ত নাজাতের কারণ হয়ে উঠলেন;
১০ আল্লাহ্‌ কর্তৃক মাল্‌কীসিদ্দিকের রীতি অনুযায়ী মহা-ইমাম বলে আখ্যায়িত হলেন।

### ঈসা মসীহে স্থির থাকা না থাকার বিষয়ে সতর্ক করা

১১ এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের অনেক কথা বলার আছে, তার অর্থ ব্যক্ত করা দুষ্কর, কারণ তোমরা সহজে বুঝতে পার না।
১২ বস্তুত এতকালের মধ্যে শিক্ষক হওয়া তোমাদের উচিত ছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দৈববাণীর প্রাথমিক নীতিগুলো শিক্ষা দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তোমরা এমন লোক হয়ে পড়েছ, যাদের দুধের প্রয়োজন, শক্ত খাবার নয়।
১৩ কেননা যে দুগ্ধপোষ্য, সে তো ধার্মিকতার শিক্ষায় অভ্যস্ত নয়; কারণ সে শিশু।
১৪ কিন্তু শক্ত খাবার সেই পরিপক্ক বয়স্কদেরই জন্য, যারা প্রচুর অভ্যাস করার মধ্য দিয়ে ভাল-মন্দ বিচার করতে শিখেছে।

### পরিপক্কতা লাভের চেষ্টা করা

৬ ১ অতএব এসো, আমরা মসীহ্‌ বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষার কথা পিছনে ফেলে পরিপক্কতা লাভের চেষ্টায় অগ্রসর হই এবং পুনর্বার এই ভিত্তিমূল স্থাপন না করি, যার মধ্যে রয়েছে: নিষ্ফল কাজকর্ম থেকে মন পরিবর্তন ও আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান,
২ নানা বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণের শিক্ষা, মৃতদের পুনরুত্থান ও অনন্তকালীন বিচার।
৩ অবশ্য আল্লাহ্‌র অনুমতি হলে আমরা তা-ই করবো।
৪ কেননা যারা একবার আলোকিত হয়েছে, বেহেশতী দানের স্বাদ পেয়েছে, পাক-রূহের ভাগী হয়েছে, ৫ এবং

৪৪; ২৩:৪৬; মথি ২৭:৪৬,৫০; জবুর ২২:২৪; মার্ক ১৪:৩৬।
[৫:৮] ফিলি ২:৮।
[৫:১০] ইব ২:১৭।
[৫:১২] ১করি ৩:২; ১পিতর ২:২ ।
[৫:১৩] ১করি ১৪:২০।
[৫:১৪] ১করি ২:৬; ইশা ৭:১৫ ।
[৬:১] ফিলি ৩:১২-১৪।
[৬:২] ইউ ৩:২৫; প্রেরিত ৬:৬; ২:২৪; ১৭:১৮,৩২।
[৬:৩] প্রেরিত ১৮:২১।
[৬:৪] ইফি ২:৮; গালা ৩:২।
[৬:৫] জবুর ৩৪:৮; ইব ৪:১২।
[৬:৬] ২পিতর ২:২১; ১ইউ ৫:১৬; মথি ৪:৩।
[৬:৮] পয়দা ৩:১৭,১৮; ইশা ৫:৬; ২৭:৪।
[৬:৯] ১করি ১০:১৪।
[৬:১০] ১থিষ ১:৩; মথি ১০:৪০,৪২।
[৬:১২] ২থিষ ১:৪; আইয়ুব ১:৩; প্রকা ১৩:১০; ১৪:১২।
[৬:১৩] পয়দা ২২:১৬; লূক ১:৭৩।
[৬:১৪] পয়দা ২২:১৭।
[৬:১৫] পয়দা ২১; ৫।
[৬:১৬] হিজ ২২:১১।

আল্লাহ্‌র মঙ্গলের কালামের ও ভাবী যুগের নানা পরাক্রমের স্বাদ গ্রহণ করেছে, ৬ পরে ধর্মভ্রষ্ট হয়েছে, তবে মন পরিবর্তনের পথে আবার তাদেরকে নতুন করে আনা যায় না; কেননা তারা নিজেদের বিষয়ে আল্লাহ্‌র পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে দেয় ও প্রকাশ্যে নিন্দা করে।
৭ কারণ যে জমি বার বার বৃষ্টির পানি পান করেছে, আর যাদের জন্য সেটি চাষ করা হয়েছে, তাদের জন্য উপযুক্ত ফসল উৎপন্ন করে, সেই জমি আল্লাহ্‌ থেকে দোয়া লাভ করে;
৮ কিন্তু যদি কাঁটাবন ও কাঁটাঝোপ উৎপন্ন করে তবে তা অকর্মণ্য ও সেই জমিতে বদদোয়া পড়বার ভয় থাকে; আগুনে ধ্বংস হওয়াই তার পরিণাম।

### ঈসা মসীহে আশ্রিতদের নাজাত নিশ্চিত

৯ প্রিয়তমেরা, যদিও আমরা এরকম বলছি, তবুও তোমাদের বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত যে, তোমাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল এবং যা তোমাদের নাজাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
১০ কেননা আল্লাহ্‌ অন্যায়কারী নন; তোমাদের কাজ এবং তোমরা পবিত্র লোকদের যে পরিচর্যা করেছ ও করছো, তা দ্বারা তাঁর নামের প্রতি তোমরা যে মহব্বত দেখিয়েছ, তা তিনি ভুলে যাবেন না।
১১ আমাদের বাসনা মাত্র এই, তোমাদের প্রত্যেক জন যেন একই রকম যত্ন দেখায়, যাতে তোমাদের প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে;
১২ যাতে তোমরা শিথিল না হও, কিন্তু যারা ঈমান ও ধৈর্য দ্বারা প্রতিজ্ঞাগুলোর উত্তরাধিকারী, তাদের অনুকারী হও।

### আল্লাহ্‌র ওয়াদার নিশ্চয়তা

১৩ কেননা আল্লাহ্‌ যখন ইব্রাহিমের কাছে ওয়াদা করলেন, তখন মহত্তর কোন ব্যক্তির নামে শপথ করতে না পারাতে নিজের নামেই শপথ করলেন, বললেন,
১৪ "আমি অবশ্যই তোমাকে দোয়া করবো এবং তোমার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করব।"
১৫ আর এভাবে তিনি অটলভাবে ধৈর্য ধরে প্রতিজ্ঞা লাভ করলেন।
১৬ মানুষ তো নিজের চেয়ে মহত্তর কোন ব্যক্তির নাম নিয়ে শপথ করে

---

এক রহস্যময় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাকে শালেমের বাদশাহ্‌ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইমাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি লেবীয় ইমামতির রীতি প্রবর্তনের পূর্বেই ইমাম হয়েছিলেন।

**৫:৭ তীব্র আর্তনাদ ও অশ্রুপাত।** গেৎশীমানি বাগানে ঈসা মসীহের দুঃখভোগ সম্পর্কে মূলত এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পিতা কর্তৃক মুনাজাতের উত্তর দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, তিনি পুনরুত্থানের মাধ্যমে মৃত্যু থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছেন।

**৫:৮ দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্যতা।** শিক্ষার্থীদের যেমন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়, তেমনি করে মসীহ্‌কে প্রলোভন ও দুঃখ ও যন্ত্রণা লাভের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র বাধ্যতায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।

**৫:১৪ পরিপক্ক বয়স্ক।** যারা রূহানিক জীবনে উন্নতি লাভ করেছিল এবং ঈসায়ী ধর্মের সঠিক বিচার-বিবেচনা ও উপলব্ধি লাভ করেছিল; নব্য ঈসায়ীদের ক্ষেত্রে যা সম্ভব নয়।

**৬:১ মসীহ্‌ বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা।** বস্তুত এখানে গোঁড়া ইহুদীবাদ ও এর বিভিন্ন চর্চার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে মসীহ্‌ সম্পর্কে ধারণা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

**৬:৬ ধর্মভ্রষ্ট।** যারা ঈসা মসীহ্‌কে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে ও তাঁর উপর থেকে ঈমান তুলে নেয়।

**৬:১১ শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে।** নাজাত লাভের জন্য আমাদের দৈহিক মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত একান্তভাবে ঈমানে স্থির থাকা আবশ্যক।

**৬:১৬ নিজ অপেক্ষা ... শপথ করে।** এভাবে শপথ করার

এবং সেই শপথ এই নিশ্চয়তা দেয় যে, তা সত্যি আর এতে সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। ১৭ একইভাবে, আল্লাহ্‌ যখন প্রতিশ্রুত উত্তরাধি-কারীদেরকে নিজের অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখাবার বাসনা করলেন এবং শপথের দ্বারা তা দৃঢ় করলেন। ১৮ আল্লাহ্‌ এরকম করলেন যেন এমন দু'টি অপরিবর্তনীয় ব্যাপার, যে ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলা আল্লাহ্‌র পক্ষে অসম্ভব, তা দ্বারা আমরা যারা আশ্রয় পাবার জন্য পালিয়ে গিয়েছি– সেই আমাদের সম্মুখে যে প্রত্যাশা আছে তা অবলম্বন করার জন্য প্রচুর উৎসাহ লাভ করি। ১৯ আমাদের সেই প্রত্যাশা আছে, তা প্রাণের নোঙ্গর-স্বরূপ, অটল ও দৃঢ় এবং তা মহা-পবিত্র স্থানের পর্দার ভিতর পর্যন্ত পৌঁছায়। ২০ আর সেই স্থানে আমাদের জন্য অগ্রগামী হয়ে ঈসা প্রবেশ করেছেন, মাল্‌কীসিদ্দিকের রীতি অনুযায়ী অনন্তকালীন মহা-ইমাম হয়েছেন।

### ঈসা মসীহের চিরস্থায়ী মহা-ইমামত্ব

৭ ১ এই "শালেমের বাদশাহ্‌ মাল্‌কীসিদ্দিক, সর্বশক্তিমান আল্লহর ইমাম, যিনি, ইব্রাহিম যখন বাদশাহ্‌দের হারিয়ে দিয়ে ফিরে আসলেন, তিনি তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও তাঁকে দোয়া করলেন", ২ এবং ইব্রাহিম তাঁকে "সমস্ত জিনিসের দশ ভাগের এক ভাগ" দিলেন। প্রথমে তাঁর নামের তাৎপর্য হল, তিনি "ধার্মিকতার বাদশাহ্‌", পরে "শালেমের বাদশাহ্‌", অর্থাৎ "শান্তির বাদশাহ্‌"; ৩ তাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, বংশ-তালিকাও নেই, আয়ুর আদি বা জীবনের অন্ত নেই; কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র পুত্রের মত; তিনি চিরকালের ইমাম।

৪ বিবেচনা করে দেখ, তিনি কেমন মহান, যাঁকে সেই পিতৃকুলপতি ইব্রাহিম উত্তম উত্তম লুটদ্রব্য নিয়ে দশ ভাগের এক ভাগ দান করেছিলেন। ৫ আর লেবীর সন্তানদের মধ্যে যারা ইমামত্ব লাভ করে, তারা শরীয়ত অনুসারে লোকদের কাছ থেকে অর্থাৎ নিজের ভাইদের কাছ থেকে দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করার বিধি পেয়েছে, যদিও তারা ইব্রাহিমের বংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে; ৬ কিন্তু এই মাল্‌কীসিদ্দিক তাদের বংশের না হয়েও ইব্রাহিমের কাছ থেকে দশ ভাগের এক ভাগ নিয়েছিলেন এবং প্রতিজ্ঞাগুলোর সেই অধিকারী ইব্রাহিমকে দোয়া করেছিলেন। ৭ এতে কোন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, নিম্নতম ব্যক্তি উচ্চতম ব্যক্তি কর্তৃক দোয়া লাভ করে। ৮ আবার একদিকে দেখা যায়, মরণশীল মানুষ দ্বারাই দশ ভাগের এক ভাগ আদায় করা হয়, কিন্তু অন্য দিকে দেখা যায়, তিনি দশ ভাগের এক ভাগ আদায় করেছেন, যাঁর বিষয়ে এমন সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে যে, তিনি নিত্যজীবী। ৯ আবার এই কথাও বলা যেতে পারে যে, ইব্রাহিমের দ্বারা দশমাংশ আদায়কারী লেবি নিজেও দশ ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন, ১০ কারণ যখন মাল্‌কীসিদ্দিক ইব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন লেবি তাঁর এই পিতৃপুরুষের দেহের মধ্যে ছিলেন।

১১ অতএব যদি লেবীয় ইমামত্ব দ্বারা পূর্ণতা পেতে পারতো– সেই ইমামতির অধীনেই তো লোকেরা শরীয়ত পেয়েছিল– তবে আবার কি প্রয়োজন ছিল যে, মাল্‌কীসিদ্দিকের রীতি অনুসারে অন্য আর এক জন ইমাম উৎপন্ন হবেন এবং তাঁকে হারুনের রীতি অনুয়াযী বলে ধরা হবে না? ১২ এটা আবশ্যক যে, ইমামত্ব যখন পরিবর্তিত হয় তখন শরীয়তেরও পরিবর্তন হয়। ১৩ এসব কথা যাঁর উদ্দেশ্যে বলা যায়, তিনি তো অন্য এক বংশভুক্ত; সেই বংশের কেউ কখনও কোরবানগাহের সেবাকর্মের দায়িত্ব পালন করেন

[৬:১৭] জবুর ১১০:৪; ইব ৪:১৬; ১১:৯ ।
[৬:১৮] শুমারী ২৩:১৯; তীত ১:২; ইব ৩:৬ ।
[৬:১৯] লেবীয় ১৬:২; ইব ৯:২,৩,৭।
[৬:২০] ইব ৪:১৪; ২:১৭; ৫:৬।
[৭:১] জবুর ৭৬:২; মার্ক ৫:৭; পয়দা ১৪:১৮-২০।
[৭:৩] মথি ৪:৩।
[৭:৪] প্রেরিত ২:২৯; পয়দা ১৪:২০।
[৭:৫] শুমারী ১৮:২১,২৬।
[৭:৬] রোমীয় ৪:১৩; পয়দা ১৪:১৯,২০।
[৭:৮] ইব ৫:৬; ৬:২০।
[৭:১১] ইব ৮:৭; ১০:১।
[৭:১৪] ইশা ১১:১; মথি ১:৩; ২:৬; লূক ৩:৩৩; প্রকা ৫:৫।

উদ্দেশ্য হল চুক্তির সম্ভাব্য সকল সন্দেহ অবসান করা এবং নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করা।

**৬:১৮ মিথ্যা কথা বলা আল্লাহ্‌র পক্ষে অসম্ভব**। আল্লাহ্‌ কখনোই মিথ্যা কথা বলেন না এবং তিনি যে ওয়াদা করেন তা কখনো ভাঙ্গেন না। এ কারণে ইব্রাহিমের কাছে তিনি যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি চূড়ান্তভাবে ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের প্রতি তাঁর সমস্ত ওয়াদাও তিনি পূর্ণ করবেন।

**৬:১৯ প্রাণের নোঙ্গরস্বরূপ**। নোঙ্গর যেমন একটি জাহাজকে নিরাপদে এর অবস্থানে ধরে রাখে, তেমনি মসীহ্‌তে আমাদের প্রত্যাশা আমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। প্রভু ঈসা মসীহ্‌ ঈসায়ীদেরকে পথ দেখিয়ে বেহেশতে নিয়ে যান, যেখানে তারা স্বয়ং আল্লাহ্‌র সংযুক্ত হয়।

**৭:১ মাল্‌কীসিদ্দিক**। একটি ইবরানী নাম (*মাল্কী-ৎসেদেক*), যার অর্থ 'ধার্মিকতার বাদশাহ্‌'। যেহেতু তাকে 'শালেমের' বাদশাহ্‌ বলা হয়েছে, সেহেতু তাকে 'শান্তির বাদশাহ্‌' বলেও অভিহিত করা যায়। মাল্‌কীসিদ্দিক ছিলেন পুরাতন নিয়মের ঈসা মসীহের সবচেয়ে স্পষ্ট ও দৃষ্টান্তযোগ্য প্রতিরূপ।

**৭:৩ পিতা নেই ... জীবনের অন্ত নেই**। আক্ষরিকভাবে এর অর্থ এই নয় যে, মাল্‌কীসিদ্দিকের পিতা-মাতা বা পূর্বপুরুষ ছিল না, কিংবা তিনি একজন ফেরেশতা ছিলেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, পাক-কিতাবে তার খান্দাননামা উল্লেখ করা হয় নি। সে কারণে তিনি মসীহের অনন্তকালীন ইমামত্বের নিদর্শন স্বরূপ।

**৭:৪ তিনি কেমন মহান**। ইব্রাহিম মাল্‌কীসিদ্দিককে দশমাংশ দান করেছিলেন এবং মাল্‌কীসিদ্দিক ইব্রাহিমকে দোয়া করেছিলেন; কাজেই উভয় দিক থেকে মাল্‌কীসিদ্দিক ইব্রাহিমের চেয়ে মহান ছিলেন।

**৭:১১ লেবীয় ইমামত্ব দ্বারা**। যেহেতু লেবীয় ইমামত্ব পরিপূর্ণ ছিল না এবং এর পরিচর্যাকারীরা গুনাহ্‌র আওতামুক্ত ছিলেন না, সে কারণে আল্লাহ্‌র পুত্রের পবিত্র ইমামতির দ্বারা এর পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছিল। এখান থেকে বোঝা যায় যে, লেবীয় ইমামত্ব ছিল অপূর্ণ, কিন্তু মাল্‌কীসিদ্দিকের ইমামত্ব ছিল সিদ্ধ, যা ছিল মূলত মসীহের ইমামত্বের প্রতিচ্ছবি।

BACIB | International Bible CHURCH

# পাক-কিতাবের চুক্তিগুলোর তাৎপর্য

| | | |
|---|---|---|
| **চিরস্থায়ী চুক্তি** | ইব ১৩:২০ | এটি হল মুক্তির ব্যবস্থা, যা সময় আরম্ভ হবার আগে পিতা ও পুত্রের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থার দ্বারা ঈসা মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা অনন্তকালের জন্য মুক্তি ও শান্তিদাতা আল্লাহ্‌র চিরকালের শান্তি পাই। |
| **আদন বাগানের চুক্তি** | পয়দা ১:২৬-২৮ | এটি হল ত্রিত্ব আল্লাহ্ (পয়দা ১:২৬) ও নতুন সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে আদন বাগানের নিষ্পাপ জীবনের ও সৃষ্টির উপরে মানুষের কর্তৃত্বের বিষয়ে চুক্তি স্থাপন। এই চুক্তিতে মানুষকে এই দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণভার ও শাসনভার দেওয়া হয়েছে এবং বাধ্যতার জন্য সামান্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার শাস্তি ছিল মৃত্যু। |
| **হযরত আদমের সঙ্গে চুক্তি** | পয়দা ৩:১৪-১৯ | এই দুনিয়াতে পতিত মানুষের জীবনের অবস্থার উপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। শয়তানের হাতিয়ার (সাপ) অভিশপ্ত হয়েছিল (পয়দা ৩:১৪); নাজাতদাতার প্রথম প্রতিজ্ঞা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে (৩:১৫); স্ত্রীলোকের মর্যাদা এখানে পরিবর্তন করা হয়েছে (৩:১৬); এই দুনিয়া অভিশপ্ত হয়েছিল (৩:১৭-১৯); এর ফল ছিল রূহানিক ও শারীরিক মৃত্যু (৩:১৯)। |
| **হযরত নূহের সঙ্গে চুক্তি** | পয়দা ৮:২০ -৯:৬ | মানবীয় শাসনকর্তার জন্য ব্যবস্থা। সর্বোচ্চ বিচারকর্তা হিসাবে (পয়দা ৯:৫,৬) সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আল্লাহ্‌র জন্য মানুষের উপর মানুষের শাসন করা উচিত। এছাড়া এই ব্যবস্থার মধ্যে শামের বংশের মধ্য দিয়ে নাজাতের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে (৯:২৬)। |
| **হযরত ইব্রাহিমের সঙ্গে চুক্তি** | পয়দা ১২:১-৩; ১৩:১৪-১৭; ১৫:১-৭; ১৭:১-৮ | এটি হল প্রতিজ্ঞার চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে ইব্রাহিমের বংশধরেরা এক মহা জাতি গড়ে তুলবে। মসীহের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সব জাতি দোয়া পাবে (গালা ৩:১৬; ইউ ৮:৫৬- ৫৮)। |
| **হযরত মূসার সঙ্গে চুক্তি** | হিজ ২০: ১-৩১:১৮ | এটি হল শরীয়তের চুক্তি যা মাত্র ইসরাইল জাতির জন্য দেওয়া হয়েছে। এই চুক্তিতে আছে দশটি হুকুম (হিজ ২০: ১-২৬); সামাজিক বিচার ব্যবস্থা (হিজ ২১:১; ২৪:১১); এবং ধর্মীয় রীতিনীতি (হিজ ২৪:১২-৩১:১৮)। এগুলোকে একসঙ্গে বলা হয়েছে শরীয়ত। এই চুক্তি ছিল কাজের শর্ত-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যদি নির্দিষ্ট কাজ তারা করে তবে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা পূর্ণ হবে। |
| | | এই ব্যবস্থার মধ্যে ছিল ‘দোষারোপ’ ও ‘মৃত্যু’ (২ করি ৩:৭-৯) এবং এটি স্থাপন করা হয়েছিল যেন যে লোক গুনাহ্‌গার বলে দোষী সাব্যস্ত হয় তাকে মসীহের কাছে নিয়ে আসা যায়। |
| **পলেষ্টীয় চুক্তি** | দ্বি:বি: ৩০:১ -১০ | এই চুক্তি বনি-ইসরাইলদের কেনান দেশে থাকবার বিষয়ে স্থাপন করা হয়েছে। এই চুক্তি ভবিষ্যত-সম্বন্ধীয়। এর মধ্যে রয়েছে অবাধ্যতার দরুন ইহুদীদের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া (দ্বি:বি: ৩০:১), ভবিষ্যতে তারা যখন চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে তখন তাদের মন পরিবর্তন (৩০:২), মাবুদের আগমন (৩০:৩), তাদের পুনঃস্থাপন (৩০:৪,৫), ইসরাইল জাতি মাবুদের পথে ফিরে আসবে (৩০:৬); ইসরাইলের শত্রুদের শাস্তি (৩০:৭); তাদের জাতীয় সমৃদ্ধি (৩০:৯)। তাঁরা আল্লাহ্‌র বাধ্য থাকলে এই সব দোয়া তারা পাবে– এই শর্ত তাদের দেওয়া হয়েছে (৩০:৮,১০), কিন্তু নতুন চুক্তির দ্বারা এর পূর্ণতা নিশ্চিত করা হয়েছে। |
| **হযরত দাউদের সঙ্গে চুক্তি** | ২ শামু ৭:৪-১৭; ১ খান্দান ১৭: ৪-১৫ | ইসরাইল রাজ্যের এই চুক্তির মধ্যে দাউদের বংশধরদের জন্য রয়েছে অস্থায়ী ও চিরকালের শাসন ব্যবস্থা। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে দাউদের বংশধরদের জন্য রাজ্য ও সিংহাসন যেন সব সময় থাকে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ জবুর ৮৯:৩০-৩৭ আয়াতে ওয়াদা করে তা নিশ্চিত করেছেন এবং লূক ১:৩১-৩৩ আয়াতে মরিয়মের কাছে তা আবার বলা হয়েছে। দুনিয়ার নাজাতদাতা হিসেবে এবং ইসরাইলের আগত বাদশাহ্ হিসেবে মসীহের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করেছে (প্রেরিত ১:৬; প্রকা ১৯:১৬; ২০:৪-৬)। |
| **নতুন চুক্তি** | ইয়ারমিয়া ৩১:৩১-৩৩; মথি ২৬:২৮; মার্ক ১৪:২৪; লূক ২২:২০; ইব ৮:৮-১২ | মানুষকে গুনাহ্ থেকে নাজাতের জন্য মসীহের সমাপ্ত কাজের উপর ভিত্তি করে এই শর্তহীন চুক্তি স্থাপন করা হয়েছে। ইব্রাহিমের জন্য ব্যবস্থা স্থাপনের যে দোয়া মণ্ডলী লাভ করেছে এই নতুন চুক্তিতে তা নিশ্চিত করা হয়েছে (গালা ৩:১৩-২০)। এছাড়া, সত্য পথে ফিরে আসা ইসরাইলদের সমস্ত চুক্তির দোয়া এই নতুন চুক্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই সব চুক্তির মধ্যে রয়েছে ইব্রাহিমের জন্য চুক্তি, পলেষ্টীয় চুক্তি ও দাউদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র চুক্তি। এই নতুন চুক্তি শর্তহীন ও শেষ চুক্তি এবং তা আর পরিবর্তন করা যাবে না। |

নি। ১৪ ফলত এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের প্রভু
এহুদা বংশ থেকে এসেছেন; কিন্তু সেই বংশের
ইমামত্বের বিষয়ে মূসা কিছুই বলেন নি।
১৫ আমাদের কথা আরও সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়,
যখন মাল্‌কীসিদ্দিকের সাদৃশ্য অনুযায়ী আর এক
জন ইমাম উৎপন্ন হন, ১৬ যিনি মানবীয় বংশের
নিয়ম অনুযায়ী হন নি, কিন্তু অবিনশ্বর জীবনের
শক্তি অনুযায়ী হয়েছেন। ১৭ কেননা তাঁর বিষয়ে
এই সাক্ষ্য রয়েছে,

মাল্‌কীসিদ্দিকের রীতি অনুসারে
অনন্তকালীন ইমাম।"

১৮ কারণ এক দিকে আগের নিয়ম দুর্বল ও
নিষ্ফল ছিল বলে তার লোপ হচ্ছে– ১৯ কেননা
শরীয়ত কোন কিছুকেই পূর্ণতা দান করে নি–
অন্য দিকে এমন এক শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশা দেওয়া
হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে
উপস্থিত হই।
২০ উপরন্তু, শপথের মধ্য দিয়েই তা স্থির করা
হয়েছে। লেবীর বংশধরেরা তো বিনা শপথে
ইমাম হয়ে আসছে; ২১ কিন্তু ইনি শপথ সহকারে
তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত, যিনি তাঁর বিষয়ে বললেন,

"প্রভু এই শপথ করলেন,
আর তিনি অনুশোচনা করবেন না,
তুমিই অনন্তকালীন ইমাম।"

২২ অতএব এই শপথের কারণে ঈসা আরও
উৎকৃষ্টতর নিয়মের জামিন হয়েছেন।
২৩ আর লেবীয়রা সংখ্যায় অনেকে ইমাম হয়ে
আসছে, কারণ মৃত্যু তাদেরকে চিরকাল থাকতে
দেয় না। ২৪ কিন্তু তিনি 'অনন্তকাল' থাকেন, তাই
তাঁর ইমামত্ব অপরিবর্তনীয়। ২৫ এজন্য, যারা
তাঁর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হয়,
তাদেরকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নাজাত করতে
পারেন, কারণ তাদের জন্য অনুরোধ করার জন্য
তিনি সব সময় জীবিত আছেন।
২৬ বস্তুত আমাদের জন্য এমন এক মহা-ইমাম
উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পবিত্র, নির্দোষ, নিষ্কলুষ,
গুনাহ্‌গারদের থেকে পৃথক্‌কৃত এবং আল্লাহ্‌
তাঁকেই বেহেশতগুলোর চেয়েও উপরে
তুলেছেন। ২৭ ঐ মহা-ইমামদের মত প্রতিদিন
প্রথমে নিজের গুনাহ্‌র, পরে লোকদের গুনাহ্‌র
জন্য নৈবেদ্য কোরবানী করা তাঁর দরকার ছিল
না, কারণ নিজেকে কোরবানী করে ইনি সেই
কাজ একবারে সাধন করেছেন। ২৮ কেননা
শরীয়ত যে মহা-ইমামদেরকে নিযুক্ত করে, তারা
দুর্বলতা-বিশিষ্ট মানুষ; কিন্তু শরীয়তের পরবর্তী
ঐ শপথের কালাম যাঁকে নিযুক্ত করে, তিনি
অনন্তকালের জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত পুত্র।

[৭:১৭] জবুর ১১০:৪; ইব ৫:৬।
[৭:১৮] রোমীয় ৮:৩।
[৭:১৯] রোমীয় ৩:২০; ৭:৭,৮; গালা ৩:২১; আইউব ৪:৮।
[৭:২১] শুমারী ২৩:১৯; ১শামু ১৫:২৯; মালা ৩:৬; রোমীয় ১১:২৯; জবুর ১১০:৪।
[৭:২২] লূক ২২:২০।
[৭:২৫] রোমীয় ১১:১৪; রোমীয় ৮:৩৪।
[৭:২৬] ২করি ৫:২১।
[৭:২৭] রোমীয় ৬:১০; ১পিতর ৩:১৮; ইফি ৫:২।
[৭:২৮] ইব ৫:২; ১:২; ২:১০।
[৮:১] মার্ক ১৬:১৯।
[৮:২] ইব ৯:১১,২৪।
[৮:৩] ইব ২:১৭; ৫:১; ৯:৯; ৯:১৪।
[৮:৪] ইব ৫:১; ৯:৯।
[৮:৫] কল ২:১৭; ১১:৭; ১২:২৫; হিজ ২৫:৪০।
[৮:৬] লূক ২২:২০; গালা ৩:২০।
[৮:৭] ইব ৭:১১,১৮; ১০:১।

## ঈসা মসীহের ইমামত্বের উৎকৃষ্টতা

৮ ১ এ সব কথার সার এই, আমাদের এমন
এক মহা-ইমাম আছেন, যিনি বেহেশতে,
মহিমা-সিংহাসনের ডান পাশে, উপবিষ্ট
হয়েছেন। ২ তিনি পবিত্র স্থানের এবং যে তাঁবু
মানুষ কর্তৃক নয়, কিন্তু প্রভু কর্তৃক স্থাপিত
হয়েছে সেই প্রকৃত তাঁবুর সেবক। ৩ প্রত্যেক
মহা-ইমাম উপহার উৎসর্গ ও পশু-কোরবানী
করতে নিযুক্ত হন, তাই তাঁরও কোরবানী করার
জন্য কিছু থাকা আবশ্যক। ৪ বস্তুত তিনি যদি
দুনিয়াতে থাকতেন তবে ইমামই হতে পারতেন
না; কারণ এখানে শরীয়ত অনুসারে উপহারাদি
কোরবানী করার ইমাম আছেন। ৫ তারা পবিত্র
স্থানে যে এবাদত করে তা বেহেশতী বিষয়ের
দৃষ্টান্ত ও ছায়া মাত্র, যেমন মূসা যখন এবাদত-
তাঁবুর নির্মাণ কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলেন, তখন
এই হুকুম পেয়েছিলেন, আল্লাহ্‌ বলেন, "দেখ,
পর্বতে তোমাকে যে আদর্শ দেখান হল, তেমনি
সমস্ত কিছু কোরো।" ৬ কিন্তু এখন ঈসা এই
ইমামদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর এক পরিচর্যা কাজ
পেয়েছেন এবং পুরানো নিয়মের চেয়ে এমন এক
শ্রেষ্ঠ নিয়মের মধ্যস্থ হয়েছেন, যা শ্রেষ্ঠ
প্রতিজ্ঞাগুলোর উপরে স্থাপিত হয়েছে। ৭ কারণ
ঐ প্রথম নিয়ম যদি নিখুঁত হত, তবে দ্বিতীয় এক

---

**৭:১৬ মানবীয় ... হন নি।** মূসার শরীয়ত অনুসারে ইমামতির দায়িত্ব পালন শুধুমাত্র লেবীয় বংশের জন্য কেবল অনুমোদনযোগ্য ছিল। কিন্তু ঈসা এসেছেন এহুদা বংশ থেকে, যা প্রচলিত মানবীয় নিয়ম অনুসারে ঘটে নি।

**৭:১৮ পূর্বকার বিধির দুর্বলতা ও নিষ্ফলতা।** শরীয়ত পবিত্র ও উত্তম; কিন্তু যারা তা লঙ্ঘন করে ও গুনাহ্‌ করে, তাদেরকে এটি ধার্মিক করতে পারে না এবং তাদের গুনাহ্‌ মোচনের জন্য কিছুই করতে পারে না।

**৭:১৯ শরীয়ত ... পূর্ণতা দান করে নি।** শরীয়ত তথা পুরাতন নিয়ম ছিল একান্তই প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, যা ধার্মিকতাকে পরিপূর্ণ করতে পারে না। কিন্তু নতুন নিয়ম সর্বশ্রেষ্ঠ, যা আমাদেরকে সম্পূর্ণ নাজাতের নিশ্চয়তা দেয় এবং আমাদেরকে আল্লাহ্‌র একান্ত উপস্থিতিতে নিয়ে আসে।

**৭:২৫ তাদের জন্য ... জীবিত আছেন।** মসীহ্‌ বেহেশতে তাঁর পিতার কাছে রয়েছেন এবং তিনি পিতার ইচ্ছা অনুসারে তাঁর প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য তাঁর কাছে মধ্যস্থতাস্বরূপ বিনতি করছেন যেন তিনি তাদেরকে অনন্ত জীবন দান করেন।

**৮:১ আমাদের এমন এক মহা-ইমাম আছেন।** ঈসা মসীহ্‌, যিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন।

**৮:২ প্রকৃত তাঁবু।** বেহেশতী আবাসস্থল, যা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্মিত এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌ যেখানে সকল প্রকৃত ঈমানদারদের সাথে অনন্তকাল বাস করবেন।

**৮:৬ শ্রেষ্ঠ নিয়মের মধ্যস্থ।** সিনাই পর্বতে মূসার কাছে যে শরীয়ত তথা পুরাতন নিয়ম দেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে প্রভু ঈসা মসীহ্‌ কর্তৃক যে নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আরও উৎকৃষ্ট, কারণ তা মানুষকে সত্যিকার নাজাত দান করে।

**৮:৭ যদি নিখুঁত হত।** মূসার শরীয়ত অনুসারে লেবীয় বংশকে ইমামতির যে দায়িত্ব দান করা হয়েছিল, তা নিখুঁত ছিল না। এ

নিয়মের প্রয়োজন হত না।
৮ বাস্তবিক আল্লাহ্‌ লোকদেরকে দোষ দিয়ে
বলেন,
“প্রভু বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে,
যখন আমি ইসরাইল-কুলের সঙ্গে ও
এহুদাকুলের সঙ্গে
এক নতুন নিয়ম সম্পন্ন করবো,
৯ সেই নিয়ম অনুসারে নয়,
যা আমি সেদিন তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে
করেছিলাম,
যেদিন মিসর দেশ থেকে
তাদেরকে বের করে আনবার জন্য
তাদের হাত ধরেছিলাম;
কেননা তারা আমার নিয়মে স্থির রইলো না,
আর আমিও তাদের প্রতি অবহেলা করলাম,
প্রভু এই কথা বলেন।
১০ কিন্তু সেই কালের পর আমি ইসরাইল-
কুলের সঙ্গে
এই নিয়ম স্থির করবো, এই কথা প্রভু
বলেন;
আমি তাদের মনের মধ্যে আমার শরীয়ত
রাখব,
আর তাদের হৃদয়ে তা লিখব
এবং আমি তাদের আল্লাহ্‌ হব,
ও তারা আমার লোক হবে।
১১ আর তারা প্রত্যেকে নিজের প্রতিবেশীকে
এবং নিজের ভাইকে এই বলে শিক্ষা দেবে
না যে,
‘তুমি প্রভুকে জান’;
কারণ তারা ক্ষুদ্র ও মহান সকলেই আমাকে
জানবে।
১২ কেননা আমি তাদের অপরাধগুলো মাফ
করবো
এবং তাদের গুনাহ্‌ আর কখনও স্মরণে
আনবো না।”
১৩ ‘নতুন’ বলাতে তিনি প্রথমটি পুরানো
করেছেন; কিন্তু যা পুরানো ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা
অদৃশ্য হয়ে যাবে।

### দুনিয়ার এবাদত-তাঁবু

৯ ১ ভাল, ঐ প্রথম নিয়ম অনুসারেও
এবাদতের জন্য নানা রকম ধর্মীয় নিয়ম
এবং দুনিয়াবী একটি পবিত্র স্থান ছিল। ২ কারণ
একটি তাঁবু নির্মিত হয়েছিল, সেটির প্রথম ভাগে
প্রদীপ-আসন, টেবিল ও দর্শন-রুটির শ্রেণী ছিল,
এর নাম পবিত্র স্থান। ৩ আর দ্বিতীয় ভাগে পর্দার
পিছনে তাঁবুর আর একটা অংশ ছিল যার নাম
মহা-পবিত্র স্থান, ৪ সেখানে সোনার ধূপগাহ্‌ ও
সমস্ত দিক দিয়ে সোনায় মোড়ানো শরীয়ত-
সিন্দুক ছিল; ঐ সিন্দুকে ছিল সোনার পাত্রে রাখা
মান্না ও হারুনের যে লাঠিতে ফুল ফুটেছিল সেই
লাঠি ও শরীয়তের দু’টি পাথর-ফলক, ৫ এবং
তার উপরে মহিমার সেই দু’টি কারুবী ছিল,
যাদের ডানা দিয়ে গুনাহ্‌ আবরণটি ঢেকে
রাখত। অবশ্য এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা
দেওয়া এখন নিষ্প্রয়োজন।
৬ এভাবে সমস্ত বস্তু প্রস্তুত হলে পর, ইমামেরা
এবাদতের কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য প্রতি
দিন তাঁবুর এই প্রথম অংশে প্রবেশ করতেন;
৭ কিন্তু তাঁবুর দ্বিতীয় অংশে বছরের মধ্যে এক
বার মহা-ইমাম একাকী প্রবেশ করতেন; তিনি
আবার রক্ত ছাড়া প্রবেশ করতেন না, সেই রক্ত
তিনি নিজের জন্য ও লোকেরা না জেনে যে সব
গুনাহ্‌ করেছে তার জন্য কোরবানী করতেন।
৮ এতে পাক-রূহ্‌ যা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছেন
তা এই, সেই প্রথম তাঁবু যতদিন স্থাপিত থাকে
ততদিন পবিত্র স্থানে প্রবেশের পথ খোলা থাকবে
না। ৯ সেই তাঁবু এই উপস্থিত সময়ের জন্য
দৃষ্টান্ত; সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে এমন উপহার ও
কোরবানী করা হয়, যা এবাদতকারীর বিবেককে
পরিষ্কার করতে পারে না; ১০ সেই সমস্ত কিছু
খাদ্য, পানীয় ও নানা রকম বাপ্তিস্মের বিষয়ে যা
কেবল দেহ সম্বন্ধীয় ধর্মীয় নিয়ম মাত্র। এগুলো
সংশোধনের সময় আসা পর্যন্ত বলবৎ থাকার
কথা ছিল।
১১ কিন্তু মসীহ্‌ আগত উত্তম উত্তম বিষয়ের মহা-
ইমাম হিসেবে উপস্থিত হয়ে, যে তাঁবু মহত্তর ও
উৎকৃষ্টতর, যা মানুষের হাতের তৈরি নয়, অর্থাৎ
এই সৃষ্টির অসম্পর্কীয়, সেই তাঁবু দিয়ে—
১২ ছাগল ও বাছুরের রক্তের গুণে নয়, কিন্তু
নিজের রক্তের গুণে— একবারে মহা-পবিত্র স্থানে
প্রবেশ করেছেন ও অনন্তকালীয় মুক্তি অর্জন
করেছেন। ১৩ কারণ ছাগল ও ষাঁড়ের রক্ত এবং

[৮:৮] লূক ২২:২০।
[৮:৯] হিজ ১৯:৫, ৬; ২০:১-১৭।
[৮:১০] রোমীয় ১১:২৭; ২করি ৩:৩; ইহি ১১:২০; জাকা ৮:৮।
[৮:১১] ইউ ৬:৪৫; ইশা ৫৪:১৩।
[৮:১২] রোমীয় ১১:২৭।
[৮:১৩] লূক ২২:২০; ২করি ৫:১৭।
[৯:১] হিজ ২৫:৮।
[৯:২] হিজ ২৫:৮,৯; ২৫:২৩-২৯, ৩০, ৩১-৩৯; ২৬:৩৩,৩৪; লেবীয় ২৪:৫-৮।
[৯:৩] হিজ ২৬:৩১-৩৩।
[৯:৪] হিজ ৩০:১-৫; ২৫:১০-২২; ৩১:১৮; ১৬:৩২,৩৩; ৩২:১৫; শুমারী ১৭:১০।
[৯:৫] হিজ ২৫:১৭-১৯,২০-২২; ২৬:৩৪।
[৯:৬] শুমারী ২৮:৩।
[৯:৭] লেবীয় ১৬:১১-১৯; ১৬:৩৪; ১৬:১১,১৪।
[৯:৮] ইউ ১৪:৬।
[৯:১০] লেবীয় ১১:২-২৩; ১১:২৫, ২৮,৪০; শুমারী ৬:৩।
[৯:১১] ইউ ২:১৯।
[৯:১২] লেবীয় ১৬:৬,১৫; রোমীয় ৩:২৫।
[৯:১৩] শুমারী ১৯:৯,১৭,১৮।

কারণেই মসীহ্‌ আমাদের জন্য চূড়ান্ত ইমামতি ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করেছেন।

**৯:৪ সোনার ধূপগাহ্‌।** যদিও এই ধূপগাহ্‌ পবিত্র স্থানে রাখা হয়েছিল, তথাপি লেখক এটি মহাপবিত্র স্থানের বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহাপবিত্র স্থান ও শরীয়ত-সিন্দুকের সাথে এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখানো। বস্তুত কাফ্‌ফারার দিনে মহা-ইমাম এই ধূপগাহ্‌ থেকে ধূপ নিতেন এবং গুনাহ্‌ কোরবানীর রক্তসহ তা মহাপবিত্র স্থানে নিয়ে উৎসর্গ করতেন।

**৯:৫ গুনাহ্‌ আবরণ।** কাফ্‌ফারার দিনে যে ছাগলটি কোরবানী করা হত সেটি ছিল সমস্ত জাতির গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারাস্বরূপ কোরবানী। গুনাহ্‌ আবরণের উপরে এই প্রাণীর রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হত। এই গুনাহ্‌ আবরণটি ছিল মূলত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সিংহাসনের একটি নিদর্শন, যেখানে ঈমানদারেরা এসে অনুগ্রহ ও সাহায্য কামনা করতে পারতো।

**৯:৭ তাঁবুর দ্বিতীয় অংশ।** মহাপবিত্র স্থান, যেখানে মহা-ইমাম বছরে একবার কাফ্‌ফারার দিনে প্রবেশ করতেন কোরবানী উৎসর্গ করার জন্য। এই স্থানে স্বয়ং আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বিরাজ করতো।

যারা নাপাক হত তাদের উপরে ছিটানো বক্‌না
বাছুরের ভস্ম যদি দৈহিকভাবে তাদের পাক-সাফ
করে থাকে, ১৪ তবে, যিনি অনন্তজীবী রূহ্‌ দ্বারা
নির্দোষ কোরবানী হিসেবে নিজেকেই আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে কোরবানী করেছেন, সেই মসীহের রক্ত
তোমাদের বিবেককে মৃত ক্রিয়াকলাপ থেকে
নিশ্চয়ই কত না বেশি পাক-সাফ করবেন, যেন
তোমরা জীবন্ত আল্লাহ্‌র এবাদত করতে পার।
১৫ আর এই কারণে তিনি এক নতুন নিয়মের
মধ্যস্থ হয়েছেন, যেন প্রথম নিয়মের অধীনে যারা
অপরাধ করেছে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে তাদের
তিনি সেই গুনাহ্‌ থেকে মুক্তি দিতে পারেন, আর
যারা আহ্বান পেয়েছে তারা অনন্তকালীন
উত্তরাধিকার বিষয়ক প্রতিজ্ঞার ফল লাভ করে।
১৬ কেননা যেখানে উইল থাকে, সেখানে যিনি
উইল করেছেন তার মৃত্যু হওয়া আবশ্যক।
১৭ কারণ মৃত্যু হলেই উইল স্থির হয়, যেহেতু
উইলকারী জীবিত থাকতে তা কখনও বলবৎ হয়
না।
১৮ সেজন্য ঐ প্রথম নিয়মের সংস্কারও রক্ত
ছাড়া হয় নি। ১৯ কারণ মূসার মধ্য দিয়ে
লোকদের কাছে শরীয়তের সমস্ত হুকুম দেওয়া
শেষ হলে পর, তিনি পানি ও লাল রংয়ের ভেড়ার
লোম ও এসোবের সঙ্গে বাছুর ও ছাগলের রক্ত
নিয়ে কিতাবটিতে ও সমস্ত লোকদের শরীরে
ছিটিয়ে দিলেন, ২০ বললেন, "এটি সেই নিয়মের
রক্ত, যে নিয়ম আল্লাহ্‌ তোমাদের উদ্দেশে হুকুম
করলেন।" ২১ আর তিনি তাঁবুতে ও সেবাকাজের
সমস্ত সামগ্রীতেও সেভাবে রক্ত ছিটিয়ে দিলেন।
২২ আর শরীয়ত অনুসারে প্রায় সমস্ত কিছুই রক্ত
দ্বারা পাক-পবিত্র হয় এবং রক্তসেচন ছাড়া
গুনাহের মাফ হয় না।

### ঈসা মসীহের কোরবানী গুনাহের ভার তুলে নিয়েছে

২৩ ভাল, যে সমস্ত জিনিস বেহেশতী বিষয়ের
দৃষ্টান্ত, সেগুলোর ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত বিষয় দ্বারা
পাক-পবিত্র হওয়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু যে সমস্ত
বিষয় স্বয়ং বেহেশতী, সেগুলোর তা থেকে শ্রেষ্ঠ
কোরবানী দ্বারা পাক-পবিত্র হওয়া আবশ্যক।
২৪ কেননা মসীহ্‌ মানুষের হাতের তৈরি পবিত্র
স্থানে প্রবেশ করেন নি– এ তো প্রকৃত
বিষয়গুলোর প্রতিরূপ মাত্র– কিন্তু বেহেশতেই

[৯:১৪] জবুর ৫১:২; ৬৫:৩; ইয়ার ৩৩:৮; জাকা ১৩:১।
[৯:১৫] গালা ৩:২০; লূক ২২:২০; রোমীয় ৮:২৮; ১১:১৯; ইব ৬:১৫; ১০:৩৬; প্রেরিত ২০:৩২।
[৯:১৮] হিজ ২৪:৬-৮; ৯:১৯; হিজ ২৪:৬-৮।
[৯:২০] হিজ ২৪:৮; মথি ২৬:২৮।
[৯:২২] হিজ ২৯:২১; লেবীয় ৮:১৫; ১৭:১১।
[৯:২৪] ইব ৮:২; ৪:১৪; রোমীয় ৮:৩৪।
[৯:২৫] ইব ১০:১৯।
[৯:২৬] ১ইউ ৩:৫।
[৯:২৭] পয়দা ৩:১৯; ২করি ৫:১০।
[৯:২৮] মথি ১৬:২৭; ২পিতর ২:২৪; ১করি ১:৭।
[১০:১] কল ২:১৭; ৮:৫; ৯:১১; ৯:২৩।
[১০:২] ইব ৯:৯।
[১০:৩] লেবীয় ১৬:৩৪।
[১০:৪] ইব ৯:১২,১৩।
[১০:৫] ইব ১:৬; ২:১৪; ১পিতর ২:২৪।
[১০:৭] উযা ৬:২; ইয়ার ৩৬:২; জবুর ৪০:৬-৮; মথি ২৬:৩৯।
[১০:৮] মার্ক ১২:৩৩।

প্রবেশ করেছেন, যেন তিনি এখন আমাদের
পক্ষে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে দাঁড়াতে পারেন।
২৫ আর মহা-ইমাম যেমন প্রতি বছর পরের রক্ত
নিয়ে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন, তেমনি মসীহ্‌
যে অনেক বার নিজেকে কোরবানী করবেন তা
নয়; ২৬ কেননা তা হলে দুনিয়া সৃষ্টির সময়
থেকে অনেক বার তাঁকে মৃত্যু ভোগ করতে
হত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি এক বার, যুগের শেষ
সময়ে, নিজেকে কোরবানী দিয়ে গুনাহ্‌ দূর
করার জন্য প্রকাশিত হয়েছেন। ২৭ আর যেমন
মানুষের জন্য এক বার মৃত্যু, তারপর বিচার
নিরূপিত আছে, ২৮ তেমনি মসীহ্‌ও 'অনেকের
গুনাহ্‌র ভার তুলে নেবার' জন্য একবারই
কোরবানী হয়েছেন; তিনি দ্বিতীয় বার আসবেন,
গুনাহ্‌ মাফের জন্য নয়, কিন্তু যারা আগ্রহ
সহকারে তাঁর অপেক্ষা করে, তাদের নাজাতের
জন্য আসবেন।

### ঈসা মসীহ্‌ একবারই নিজেকে কোরবানী দিলেন

১০ ১ কারণ শরীয়ত আগামী উত্তম উত্তম
বিষয়ের ছায়াবিশিষ্ট, তা সেই সমস্ত
বিষয়ের অবিকল মূর্তি নয়; সুতরাং একই
রকমভাবে যেসব বার্ষিক কোরবানী নিয়ত
কোরবানী করা যায়, তার মধ্য দিয়ে যারা কাছে
উপস্থিত হয়, তাদেরকে শরীয়ত কখনও সিদ্ধ
করতে পারে না। ২ যদি পারতো, তবে ঐ
কোরবানী কি শেষ হত না? কেননা
এবাদতকারীরা একবার পাক-পবিত্র হলে তাদের
কোন গুনাহ্‌-বিবেক আর থাকতো না। ৩ কিন্তু ঐ
সমস্ত কোরবানী দ্বারা প্রতি বছর পুনর্বার গুনাহ্‌
স্মরণ করা হয়। ৪ কারণ ষাঁড়ের বা ছাগলের রক্ত
যে গুনাহ্‌ দূর করে দেবে তা হতেই পারে না।
৫ এই কারণ মসীহ্‌ দুনিয়াতে আসবার সময়ে
বলেন,
"তুমি কোরবানী ও নৈবেদ্য চাও নি,
কিন্তু আমার জন্য একটি দেহ প্রস্তুত করেছ;
৬ পোড়ানো কোরবানী ও গুনাহ্‌-
কোরবানীতে তুমি প্রীত হও নি।
৭ তখন আমি বললাম, দেখ, আমি এসেছি,
পাক-কিতাবে আমার বিষয় লেখা আছে–
হে আল্লাহ্‌, যেন তোমার ইচ্ছা পালন করি।"
৮ উপরে তিনি বলেন, "কোরবানী, নৈবেদ্য,
পোড়ানো-কোরবানী ও গুনাহ্‌-কোরবানী তুমি

---

**৯:১৪ মসীহের রক্ত।** ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণের মাধ্যমে মসীহ্‌ তাঁর রক্ত সেচন করেছিলেন বলেই আজ আমরা নাজাতের আহ্বান গ্রহণ করতে পারছি। এ কারণে তাঁর রক্তই আমাদের সকল গুনাহ্‌ অপরাধ পাক-সাফ করে আমাদেরকে নাজাতের পথে নিয়ে আসে।

**৯:১৬ মৃত্যু হওয়া আবশ্যক।** উইলকারীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত উইলের স্বত্বভোগীরা কোন কিছু পেতে পারে না। সে কারণে মসীহ্‌ মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলেই ঈসায়ী ঈমানদাররা নাজাত লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

**১০:৪ তা হতেই পারে না।** পশু কোরবানী ছিল পুরাতন নিয়মের যুগে মানুষের গুনাহ্‌ মোচনের একটি সাময়িক ও অস্থায়ী ব্যবস্থা। কিন্তু চূড়ান্তভাবে একজন মানুষকেই সমগ্র মানবজাতির গুনাহ্‌ মোচনের জন্য মৃত্যুবরণ করতে হত, যে মানুষটি আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট।

**১০:৬ প্রীত হও নি।** এ সকল কোরবানী কেবল প্রস্তুতিমূলক ও সাময়িক, এ কারণে আল্লাহ্‌ পরিপূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে তাঁর পুত্রের

চাও নি এবং তাতে প্রীতও হও নি”– ৯ এসব
শরীয়ত অনুসারে কোরবানী করা হয়– তারপর
তিনি বললেন, “দেখ, তোমার ইচ্ছা পালন করার
জন্য এসেছি।” তিনি প্রথম বিষয় লোপ করছেন,
যেন দ্বিতীয় বিষয় স্থির করেন। ১০ সেই
ইচ্ছাক্রমে, ঈসা মসীহের দেহ একবার কোরবানী
করার মধ্য দিয়ে আমাদের পবিত্র করা হয়েছে।
১১ আর প্রত্যেক ইমাম প্রতিদিন সেবাকর্ম
করার এবং একই রকম নানা কোরবানী বার বার
দেবার জন্য দাঁড়ায়; সেসব কোরবানী কখনও
গুনাহ্ দূর করতে পারে না। ১২ কিন্তু ইনি গুনাহ্র
জন্য একই কোরবানী চিরকালের জন্য কোরবানী
করে আল্লাহ্র ডানে উপবিষ্ট হলেন, ১৩ যে পর্যন্ত
তাঁর দুশমনদেরকে তাঁর পায়ের তলায় রাখা না
হয়, সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন। ১৪ কারণ যারা
পবিত্রীকৃত হয়, তাদেরকে তিনি একই নৈবেদ্য
দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করেছেন। ১৫ আর
পবিত্র রূহ্ও আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছেন,
কারণ আগে তিনি বলেন,
“সেই কালের পর, প্রভু বলেন,
১৬ আমি তাদের সঙ্গে এই নিয়ম স্থির করবো,
আমি তাদের অন্তরে আমার শরীয়ত দেব,
আর তাদের হৃদয়ে তা লিখব,”
১৭ তারপর তিনি বলেন,
“এবং তাদের গুনাহ্ ও অধর্মগুলো
আর কখনও স্মরণে আনবো না।”
১৮ তাই, যে স্থলে এই সকল মাফ করা হয়,
সেই স্থলে গুনাহ্র জন্য নৈবেদ্য বলে আর কিছু
নেই।

### স্থির থাকবার সম্বন্ধে চেতনা

১৯ অতএব, হে ভাইয়েরা, ঈসা আমাদের জন্য
যে ‘পর্দা’ দিয়ে অর্থাৎ আপন দেহের মধ্য দিয়ে,
যে জীবন্ত পথ খুলে দিয়েছেন, ২০ আমরা সেই
নতুন ও জীবন্ত পথে, ঈসার রক্তের গুণে পবিত্র
স্থানে প্রবেশ করতে সাহস পেয়েছি; ২১ এবং
আল্লাহ্র গৃহের উপরে নিযুক্ত মহান এক ইমামও
আমাদের আছেন; ২২ এজন্য এসো, আমরা খাঁটি
অন্তরে বিশ্বাসের পূর্ণ নিশ্চয়তায় আল্লাহ্র কাছে
উপস্থিত হই; আমাদের অন্তরকে তো রক্ত ছিটিয়ে

[১০:১০] ইফি ৫:২৬; ইব ৭:২৭; ১পিতর ২:২৪।
[১০:১১] ইব ৫:১।
[১০:১২] মার্ক ১৬:১৯।
[১০:১৩] ইউসা ১০:২৪।
[১০:১৪] ইফি ৫:২৬।
[১০:১৬] ইয়ার ৩১:৩৩।
[১০:১৭] ইয়ার ৩১:৩৪।
[১০:১৯] লেবীয় ১৬:২।
[১০:২০] ইব ৯:৮; ৬:১৯; ৯:৩।
[১০:২২] ইহি ৩৬:২৫।
[১০:২৩] ৩:১; ১করি ১:৯।
[১০:২৪] তীত ২:১৪।
[১০:২৫] ১করি ৩; ১৩।
[১০:২৬] হিজ ২১:১৪।
[১০:২৭] ইশা ২৬:১১; ২থিষ ১:৭।
[১০:২৮] দ্বি:বি: ১৭:৬,৭; মথি ১৮:১৬।
[১০:২৯] প্রকা ১:৫; ইফি ৪:৩০।
[১০:৩০] দ্বি:বি: ৩২:৩৫,৩৬; জবুর ১৩৫:১৪।
[১০:৩১] ইশা ১৯:১৬।
[১০:৩২] ফিলি ১:২৯,৩০।
[১০:৩৩] ফিলি ৪:১৪।
[১০:৩৪] ১১:১৬; ১পিতর ১:৪,৫।

মন্দ থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং পরিষ্কার পানি
দিয়ে আমাদের শরীরকে ধোয়া হয়েছে;
২৩ এসো, আমাদের প্রত্যাশার অঙ্গীকার অটল
করে ধরি, কেননা যিনি ওয়াদা করেছেন, তিনি
বিশ্বস্ত; ২৪ এবং এসো, আমরা পরস্পরের প্রতি
মনোযোগ করি, যেন মহব্বত ও সৎকর্মের
সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করে তুলতে পারি;
২৫ এবং যেমন কারো কারো অভ্যাস আছে
তেমনি নিজেরা সভায় এক সঙ্গে মিলিত হওয়া
বাদ না দিই– বরং পরস্পরকে চেতনা দিই; আর
তোমরা মসীহের দিন যত বেশি সন্নিকট হতে
দেখছো, ততই যেন বেশি এই বিষয়ে তৎপর
হই।
২৬ কারণ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পেলে পর যদি আমরা
স্বেচ্ছাপূর্বক গুনাহ্ করি, তবে গুনাহ্র জন্য আর
কোন কোরবানী অবশিষ্ট থাকে না, ২৭ কেবল
থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং
বিপক্ষদেরকে গ্রাস করতে উদ্যত আগুনের
প্রচণ্ডতা। ২৮ কেউ মূসার শরীয়ত অমান্য করলে
তাকে দুই বা তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ফলে
নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়; ২৯ ভেবে দেখ, যে
ব্যক্তি আল্লাহ্র পুত্রকে পদতলে দলিত করেছে
এবং নিয়মের যে রক্ত দ্বারা সে পবিত্র হয়েছিল,
তা অপবিত্র জ্ঞান করেছে এবং রহমতের রূহের
অপমান করেছে, সে কত না বেশি নিশ্চয়
ঘোরতর দণ্ডের যোগ্য হবে! ৩০ কেননা এই কথা
যিনি বলেছেন, তাঁকে আমরা জানি, “প্রতিশোধ
দেওয়া আমারই কাজ, আমিই প্রতিফল দেব;”
আবার, “প্রভু তাঁর লোকবৃন্দের বিচার
করবেন।” ৩১ জীবন্ত আল্লাহ্র হাতে পড়া কি
ভয়ানক বিষয়!
৩২ তোমরা বরং আগের সেই বিষয় স্মরণ কর,
যখন তোমরা আলো পেয়ে নানা দুঃখভোগরূপ
ভারী সংগ্রাম সহ্য করেছিলে, ৩৩ একে তো
তিরস্কারে ও কষ্ট ভোগে কৌতুকাস্পদ হয়েছিলে,
তাতে আবার সেই রকম দুর্দশাপন্ন লোকদের
সহভাগী হয়েছিলে। ৩৪ কেননা তোমরা বন্দীদের
প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলে এবং নিজ নিজ
সম্পত্তির লুট হয়ে যাওয়াকে আনন্দের সঙ্গেই

কোরবানীর জন্য অপেক্ষমান ছিলেন।

**১০:১২ আল্লাহ্র ডানে উপবিষ্ট হলেন।** মানব জাতির জন্য নিজেকে কোরবানী করার মাধ্যমে মসীহ্ তাঁর মর্যাদা ফিরে পেয়েছেন এবং আবারও আল্লাহ্র ডান পাশে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে বসার যোগ্যতা লাভ করেছেন।

**১০:১৮ গুনাহ্র জন্য নৈবেদ্য বলে আর কিছু নেই।** পুরাতন নিয়মের ইতিহাস থেকে আমরা দেখি যে, মানুষ গুনাহ্র দায় থেকে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্র কাছে তাদের সম্পদ তথা পশু কোরবানী করতে শুরু করে। কিন্তু মসীহ্ সকল মানুষের গুনাহ্ থেকে মুক্তি লাভের জন্য মৃত্যুবরণ করায় এই কোরবানীর আর কোন প্রয়োজন নেই।

**১০:১৯ পর্দা।** পশু কোরবানীর রক্ত কখনো সম্পূর্ণভাবে গুনাহ্র কাফ্ফারা করতে পারতো না। কিন্তু এখন মসীহ্ নিজেকে কোরবানী দানের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে মানুষের গুনাহ্র কাফ্ফারা করেছেন; ফলে আল্লাহ্ ও মানুষের মাঝে যে ব্যবধান ছিল তা মসীহ্ নিজে ঘুঁচিয়ে দিয়েছেন।

**১০:২৬ স্বেচ্ছাপূর্বক গুনাহ্ করি।** এখানে মসীহের পথ থেকে সরে যাওয়া, অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগের গুনাহ্ করার কথা বলা হয়েছে; এরূপ গুনাহ্ ক্ষমার অযোগ্য।

**১০:২৯ পুত্রকে পদতলে দলিত করেছে।** মসীহের সত্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরও যদি আমরা স্বেচ্ছায় গুনাহ্ করতে থাকি, তাহলে তা ঈসা মসীহ্কে পদতলে দলিত করার, তাঁকে অবজ্ঞা করার এবং আমাদের জন্য তাঁর মৃত্যু ও আত্মত্যাগের প্রতি অসম্মান জানানোর সামিল হয়।

BACIB
International Bible
CHURCH

মেনে নিয়েছিলে, কারণ তোমরা জানতে,
তোমাদের আরও উত্তম সম্পত্তি আছে, আর তা
চিরস্থায়ী। ৩৫ অতএব তোমাদের সেই সাহস
ত্যাগ করো না, যা মহা পুরস্কারযুক্ত। ৩৬ কেননা
তোমাদের ধৈর্য ধরা প্রয়োজন আছে, যেন
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালন করে প্রতিজ্ঞার ফল লাভ
কর। ৩৭ কারণ

“আর অতি অল্পকাল বাকি আছে,
যিনি আসছেন, তিনি আসবেন,
বিলম্ব করবেন না।
৩৮ কিন্তু আমার ধার্মিক ব্যক্তি ঈমানের মধ্য
দিয়েই বাঁচবে,
আর যদি সরে পড়ে,
তবে আমার প্রাণ তাতে প্রীত হবে না।”

৩৯ কিন্তু আমরা বিনাশের জন্য সরে পড়বার
লোক নই, বরং প্রাণ রক্ষার জন্য ঈমানের লোক।

### ঈমানের বীরদের সম্বন্ধে

**১১** ১ আর ঈমান হল প্রত্যাশিত বিষয়ের
নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি।
২ কারণ এই সম্বন্ধেই প্রাচীনদের পক্ষে সাক্ষ্য
দেওয়া হয়েছিল। ৩ ঈমান আনার মধ্য দিয়ে
আমরা বুঝতে পারি যে, এই আসমান-জমিন
আল্লাহ্‌র কালাম দ্বারা রচিত হয়েছে, সুতরাং
কোন প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে এসব দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি
হয় নি।

### হাবিল, হনোক ও নূহের উদাহরণ

৪ ঈমানে হাবিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কাবিলের
চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোরবানী করলেন। এর দ্বারা তাঁর
পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি
ধার্মিক; আল্লাহ্‌ তাঁর উপহারের পক্ষে সাক্ষ্য
দিয়েছিলেন; এবং তিনি ইন্তেকাল করলেও তাঁর
মধ্য দিয়ে এখনও কথা বলছেন। ৫ ঈমানের
জন্যই হনোক লোকান্তরে নীত হলেন, যেন মৃত্যু
না দেখতে পান; তাঁর উদ্দেশ আর পাওয়া গেল
না, কেননা আল্লাহ্‌ তাঁকে নিয়ে গেলেন। বস্তুত
তাঁকে নিয়ে যাবার আগে তাঁর পক্ষে এই সাক্ষ্য

[১০:৩৫] ইফি ৩:১২।
[১০:৩৬] আইয়ুব ১:৩,৪,১২।
[১০:৩৭] প্রকা ২২:২০।
[১০:৩৮] রোমীয় ১:১৭; গালা ৩:১১; হাবা ২:৩,৪।
[১১:১] ইব ৩:৬; ২করি ৪:১৮।
[১১:৩] পয়দা ১; ইউ ১:৩; ইব ১:২; ২পিতর ৩:৫।
[১১:৪] পয়দা ৪:৪; ১ইউ ৩:১২; ইব ১২:২৪।
[১১:৫] পয়দা ৫:২১-২৪।
[১১:৬] ইব ৭:১৯।
[১১:৭] পয়দা ৬:১৩-২২।
[১১:৮] পয়দা ১২:৭; ১২:১-৪; প্রেরিত ৭:২-৪।
[১১:৯] প্রেরিত ৭:৫; পয়দা ১২:৮; ১৮:১,৯; ইব ৬:১৭।
[১১:১০] ইব ১১:২২; ১৩:১৪; প্রকা ২১:২,১৪।
[১১:১১] পয়দা ১৭:১৭-১৯; ১৮:১১-১৪; ২১:২; ১করি ১:৯।
[১১:১২] রোমীয় ৪:১৯; পয়দা ২২:১৭।
[১১:১৩] মথি ১৩:১৭; পয়দা ২৩:৪।

দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি আল্লাহ্‌র প্রীতির পাত্র
ছিলেন। ৬ কিন্তু ঈমান ছাড়া প্রীতির পাত্র হওয়া
কারো সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে
উপস্থিত হয়, তার এটি বিশ্বাস করা আবশ্যক
যে, আল্লাহ্‌ আছেন এবং যারা তাঁর খোঁজ করে,
তিনি তাদের পুরস্কারদাতা। ৭ ঈমানের জন্যই
নূহ, যা যা তখন দেখা যাচ্ছিল না, এমন বিষয়ে
হুকুম পেয়ে ভক্তিযুক্ত ভয়ে আবিষ্ট হয়ে আপন
পরিবারের রক্ষার জন্য একটি জাহাজ নির্মাণ
করলেন এবং দুনিয়াকে তা দ্বারা দোষী করলেন
ও নিজে ঈমান অনুরূপ ধার্মিকতার অধিকারী
হলেন।

### হযরত ইব্রাহিমের ঈমান

৮ ঈমানের জন্যই ইব্রাহিম যখন আহ্বান পেলেন,
তখন যে স্থান অধিকার হিসেবে লাভ করবেন,
সেই স্থানে যাবার হুকুম মান্য করলেন এবং
কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে যাত্রা করলেন।
৯ ঈমানের জন্যই তিনি বিদেশের মত প্রতিজ্ঞাত
দেশে প্রবাসী হলেন, তিনি সেই প্রতিজ্ঞার
সহাধিকারী ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের সঙ্গে তাঁবুতেই
বাস করতেন; ১০ কারণ তিনি ভিত্তিমূল বিশিষ্ট
সেই নগরের অপেক্ষা করছিলেন, যার
স্থাপনকর্তা ও নির্মাতা আল্লাহ্‌। ১১ ঈমানের
জন্যই স্বয়ং সারাও বংশ উৎপাদনের শক্তি
পেলেন, যদিও তাঁর অতিরিক্ত বয়স হয়েছিল,
কেননা যিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁকে তিনি
বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান করেছিলেন। ১২ এজন্য এক
ব্যক্তি থেকে, এমন কি মৃতকল্প ব্যক্তি থেকে,
এত লোক উৎপন্ন হল, যারা সংখ্যায় আসমানের
তারাগুলোর মত অসংখ্য এবং সাগর পারের
গণনাতীত বালুকণার মত অসংখ্য।
১৩ এঁরা সকলে ঈমানের মধ্যে জীবন কাটিয়ে
ইন্তেকাল করেছেন; এঁরা প্রতিজ্ঞাগুলোর ফল
পান নি, কিন্তু দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে সাদর
সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন এবং নিজেরা যে
দুনিয়াতে বিদেশী ও প্রবাসী তা স্বীকার

---

**১০:৩৮ আমার ধার্মিক ব্যক্তি ঈমানের মধ্য দিয়েই বাঁচবে।** অন্যতম প্রধান ঈসায়ী মূলনীতি। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে. ধার্মিক ব্যক্তি যখন সরল অন্তর ও ঈমানপূর্ণ হৃদয় নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসে, তখন সে তাঁর কাছ থেকে অনন্ত জীবন লাভ করে।

**১১:১ ঈমান ... প্রমাণপ্রাপ্তি।** ঈমান অবশ্যই সেই বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আমাদের কাছে ‘প্রত্যাশিত’, কিন্তু ‘অদৃশ্য’। আল্লাহ্‌ আমাদের কাছ থেকে ঠিক সেই ঈমান কামনা করেন, যা সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও বিজয়ী হয় এবং ধার্মিকতার পথে অটল থাকে।

**১১:৩ আল্লাহ্‌র কালাম দ্বারা।** পয়দায়েশ কিতাব বা অন্যান্য কিতাবের নানা স্থানে আল্লাহ্‌ কর্তৃক অনুপ্রাণিত বাক্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিষয়ে যে সকল কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর উপরে ঈমান স্থাপন করেই আমরা সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে বুঝতে পারি।

**১১:৪ শ্রেষ্ঠ কোরবানী।** কাবিলের তুলনায় হাবিল ছিলেন আরও ধার্মিক, সৎ, নিবেদিত প্রাণ ও আল্লাহ্‌র বাধ্য; এই কারণে আল্লাহ্‌ হাবিলের কোরবানী গ্রহণ করেছিলেন এবং তা ছিল শ্রেষ্ঠ কোরবানী।

**১১:৬ এটি বিশ্বাস করা ... আল্লাহ্‌ আছেন।** আমাদের এ কথা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আমাদের এমন একজন আল্লাহ্‌ আছেন যিনি প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অসীম ও পবিত, যিনি আমাদের বিষয়ে চিন্তা করেন। আমাদের ঈমানকে তিনি পুরস্কৃত করবেন, আর তা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্‌র উপস্থিতি।

**১১:১০ ভিত্তিমূলবিশিষ্ট সেই নগর।** ইব্রাহিম জানতেন যে, আল্লাহ্‌ কর্তৃক ওয়াদাকৃত দেশটি তাঁর প্রকৃত গন্তব্য নয়, বরং এটি ছিল সেই বেহেশতী নগরের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ, যা আল্লাহ্‌ তাঁর ঈমানদার গোলামদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

**১১:১৩ প্রতিজ্ঞাগুলোর ফল পান নি।** নাজাতপ্রাপ্ত ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্‌ যে ওয়াদা করেছিলেন, সেটি তারা তাদের জীবদ্দশায় দেখতে পান নি। কিন্তু তাদের প্রত্যাশা ছিল জীবন্ত

# হযরত ইব্রাহিমকে ইঞ্জিল শরীফে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে

| | | |
|---|---|---|
| ঈসা মসীহের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম | মথি ১:১,২,১৭; লূক ২:২৩,৩৪ | ঈসা মসীহ্ এই দুনিয়াতে একজন মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইব্রাহিমের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁকে আল্লাহ্ একটি মহান জাতির পিতা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, যার মধ্য দিয়ে এই দুনিয়ার লোকেরা দোয়া লাভ করবে। হযরত ইব্রাহিমের বংশধর, ঈসা মসীহ্ যে কাজ আমাদের জন্য করেছেন সেই কারণে আমরা সেই দোয়া লাভ করেছি। |
| হযরত ইব্রাহিম ইহুদী জাতির আদিপিতা ছিলেন। | মথি ৩:৯; লূক ৩:৮; প্রেরিত ১৩:২৬; রোমীয় ৪:১; ১১:১; ২ করি ১১:২২; ইব ৬:১৩.১৪ | আল্লাহ্ একটি জাতিকে তাঁর নিজের জন্য আলাদা করে রাখতে চেয়েছিলেন, যে জাতি দুনিয়াকে তাঁর বিষয়ে বলতে পারবে। তিনি এমন একজন মানুষকে দিয়ে তা শুরু করেছিলেন যিনি বৃদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর কোন সন্তান ছিল না কিন্তু তাঁকে আসমানের তারার মত অসংখ্য বংশধরের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল এবং তিনিও সেই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিলেন। আমাদের মধ্যেও যখন বিশ্বাস থাকে তখন আল্লাহ্ আমাদের জন্যও অবিশ্বাস্য অনেক কিছু করতে পারেন। |
| ইব্রাহিম তাঁর ঈমানের জন্য এখন ঈসা মসীহের পাশে বসে রাজত্ব করছেন। | মথি ৮:১১; লূক ১৩:২৮; ১৬:২৩-৩১ | ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন এবং তিনি তাঁর পুরস্কার নিয়ে আনন্দ করছেন– আল্লাহ্‌র সঙ্গে অনন্ত জীবন উপভোগ করছেন। আমরাও একদিন ইব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাত করব কারণ আমাদের জন্যও অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। |
| আল্লাহ্ ইব্রাহিমের আল্লাহ্, এভাবে ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র সঙ্গে জীবিত রয়েছেন। | মথি ২২:৩২; মার্ক ১২:২৬; লূক ২০:৩৭; প্রেরিত ৭:৩২ | এখন যেমন ইব্রাহিম চিরকালের জন্য বেঁচে আছেন ঠিক তেমনি আমরাও চিরকালের জন্য বেঁচে থাকব কারণ ইব্রাহিমের মত আমাদেরকেও বিশ্বাসের জীবনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। |
| ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র বড় প্রতিজ্ঞা লাভ করেছিলেন। | লূক ১:৫৫, ৭২, ৭৩; প্রেরিত ১:২৫; ৭:১৭,১৮; গালা ৩:৬, ১৪-১৬; ইব ৬:১৩-১৫ | এমন অনেক প্রতিজ্ঞা আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিমের কাছে করেছিলেন যা দৃশ্যত অসম্ভব বলে মনে হয়েছে কিন্তু ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রেখেছেন। আল্লাহ্ ঈমানদারদের জন্য যেসব প্রতিজ্ঞা করেছেন, দৃশ্যত তাও অসম্ভব বলে মনে হয় কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখতে পারি কারণ তিনি সেই সব অসম্ভব বিষয়কে সম্ভব করতে সমর্থ। |
| ইব্রাহিম আল্লাহ্‌কে অনুসরণ করেছিলেন। | প্রেরিত ৭:২-৮; ইব ১১:৮, ১৭-১৯ | ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কথা অনুসরণ করে তাঁর নিজের দেশ থেকে এক অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন, যেটি ইহুদিদের জন্য প্রতিজ্ঞাত দেশ হয়েছিল। আমরা যখন আল্লাহ্‌র কালাম অনুসরণ করি, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যেসব পরিকল্পনা করেছেন তা আমরা সব পরিষ্কারভাবে বুঝতে না পারলেও আমরা যে তা অবশ্যই পাব তাতে কোন সন্দেহ নেই। |
| আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে তাঁর ঈমানের জন্য আশীর্বাদ করেছিলেন। | রোমীয় ৪; গালা ৩:৬-৯, ১৪-১৯; ইব ১১:৮, ১৭-১৯; ইয়াকুব ২:২১-২৪ | ইব্রাহিম তাঁর জীবনে কষ্টের সময়, নির্মমতা ও পরীক্ষার সময়ে আল্লাহর উপর আস্থা রেখেছিলেন। তাঁর এই বিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্ তাঁকে বন্ধু বলে ডেকেছিলেন। আল্লাহ্ আমাদের ঈমানের জন্যও আমাদের গ্রহণ করবেন সেই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। |
| যারা ঈমানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসে তিনি তাদের সকলের পিতা | রোমীয় ৯:৬-৮; গালা ৩:৬-৯; ১৪-২৯ | ইহুদীরা ইব্রাহিমের সন্তান এবং ঈসা মসীহ্ তাঁর বংশধর। আমরা মসীহের ভাই ও বোন। এভাবে সকল ঈমানদারগণ ইব্রাহিমের সন্তান ও আল্লাহ্‌র সন্তান। ঈমানের জন্য ইব্রাহিমকে ধার্মিক বলে গণ্য করা হয়েছিল; আমাদেরও ধার্মিক বলে গণ্য করা হয়েছে ঈসার উপর আমাদের ঈমানের জন্য। ইব্রাহিমের কাছে যেসব প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা মসীহের মাধ্যমে আমাদের জন্যও দেওয়া হয়েছে। |

করেছিলেন। ১৪ কারণ যাঁরা এভাবে কথা বলেন,
তাঁরা এর মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন
যে, তাঁরা নিজেদের জন্য একটি দেশের খোঁজ
করছেন। ১৫ আর যে দেশ থেকে বের
হয়েছিলেন, সেই দেশ যদি মনে রাখতেন, তবে
ফিরে যাবার সুযোগ অবশ্য পেতেন। ১৬ কিন্তু
এখন তাঁরা আরও উত্তম দেশের, অর্থাৎ বেহেশতী
দেশের আকাঙ্ক্ষা করছেন। এজন্য আল্লাহ্
নিজেকে তাঁদের আল্লাহ্ বলতে লজ্জিত নন;
কারণ তিনি তাঁদের জন্য একটি নগর প্রস্তুত
করেছেন।
১৭ ঈমানের জন্যই ইব্রাহিম পরীক্ষিত হয়ে
ইস্‌হাককে কোরবানী করেছিলেন; এমন কি,
যিনি ওয়াদাগুলো সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি
নিজের সেই একজাত পুত্রকে কোরবানী
করছিলেন, ১৮ যাঁর বিষয়ে তাঁকে বলা হয়েছিল,
"ইস্‌হাকের বংশই তোমার বংশ বলে আখ্যাত
হবে"; ১৯ তিনি মনে স্থির করেছিলেন, আল্লাহ্
মৃতদের মধ্য থেকেও উত্থাপন করতে সমর্থ;
আবার তিনি সেখান থেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁকে
ফিরে পেলেন। ২০ ঈমানের জন্যই ইস্‌হাক
আগামী বিষয়ের উদ্দেশেও ইয়াকুবকে ও ইস্‌কে
দোয়া করলেন। ২১ ঈমানের জন্যই ইয়াকুব
মৃত্যুকালে ইউসুফের উভয় পুত্রকে দোয়া করলেন
এবং তাঁর লাঠির অগ্রভাগে ভর করে আল্লাহ্‌র
এবাদত করলেন। ২২ ঈমানের জন্যই ইউসুফ
মৃত্যুকালে বনি-ইসরাইলদের প্রস্থানের বিষয়ে
উল্লেখ করলেন এবং তাঁর মৃতদেহের বিষয়ে
হুকুম দিলেন।

### হযরত মূসার ঈমান

২৩ ঈমানের জন্যই মূসা জন্ম নিলে পর, তিন
মাস পর্যন্ত তাঁর পিতা-মাতা গোপনে প্রতিপালন
করলেন, কেননা তাঁরা দেখলেন শিশুটি সুন্দর;
আর বাদশাহ্‌র হুকুমকে ভয় করলেন না।
২৪ ঈমানের জন্যই মূসা বড় হবার পর
ফেরাউনের কন্যার পুত্র বলে আখ্যাত হতে

[১১:১৫] পয়দা ২৪:৬-৮।
[১১:১৬] ২তীম ৪:১৮; মার্ক ৮:৩৮।
[১১:১৭] পয়দা ২২:১-১০; ইয়াকুব ২:২১।
[১১:১৮] পয়দা ২১:১২; রোমীয় ৯:৭।
[১১:১৯] ইউ ৫:২১।
[১১:২০] পয়দা ২৭:২৭-২৯,৩৯, ৪০।
[১১:২১] পয়দা ৪৮:১,৮-২২।
[১১:২২] হিজ ১৩:১৯; পয়দা ৫০:২৪,২৫।
[১১:২৩] হিজ ২:২; ১:১৬,২২।
[১১:২৪] হিজ ২:১০,১১।
[১১:২৭] হিজ ১২:৫০,৫১।
[১১:২৮] হিজ ১২:২১-২৩।
[১১:২৯] হিজ ১৪:২১-৩১।
[১১:৩০] ইউসা ৬:১২-২০।
[১১:৩১] ইউসা ২:১, ৯-১৪; ৬:২২-২৫।
[১১:৩২] ১শামু ১৬:১,১৩; ১:২০।
[১১:৩৩] দানি ৬:২২।
[১১:৩৪] দানি ৩:১৯-২৭।
[১১:৩৫] ১বাদশা ১৭:২২,২৩।
[১১:৩৬] ইয়ার ২০:২; ৩৭:১৫।
[১১:৩৭] ২খান্দান

অস্বীকার করলেন; ২৫ তিনি গুনাহের অস্থায়ী
সুখভোগের চেয়ে বরং আল্লাহ্‌র লোকদের সঙ্গে
দুঃখভোগ মনোনীত করলেন; ২৬ তিনি মিসরের
সমস্ত ধনের চেয়ে মসীহের দুর্নাম মহাধন জ্ঞান
করলেন, কেননা তিনি পুরস্কারদানের প্রতি দৃষ্টি
রাখতেন। ২৭ ঈমানের জন্যই তিনি মিসর ত্যাগ
করলেন, বাদশাহ্‌র রাগকে ভয় করেন নি, কারণ
যিনি অদৃশ্য তাঁকে যেন দেখেই স্থির থাকলেন।
২৮ ঈমানের জন্যই তিনি ঈদুল ফেসাখ ও রক্ত
ছিটাবার নিয়ম পালন করেছিলেন, যেন
প্রথমজাতদের সংহারকর্তা তাদেরকে স্পর্শ না
করেন।

### বনি-ইসরাইলের অন্যান্য নেতৃবর্গের ঈমান

২৯ ঈমানের জন্যই লোকেরা শুকনো ভূমির মত
লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে গমন করলো, কিন্তু
মিসরীয়রা সেই চেষ্টা করতে গিয়ে পানিতে ডুবে
মরলো। ৩০ ঈমানের জন্যই জেরিকোর প্রাচীর
সাত দিন প্রদক্ষিণ করা হলে পর তা পড়ে গেল।
৩১ ঈমানের জন্যই পতিতা রাহব শান্তির সঙ্গে
গুপ্তচরদের অভ্যর্থনা করাতে, অবাধ্যদের সঙ্গে
বিনষ্ট হল না।
৩২ আর বেশি কি বলবো? গিদিয়োন, বারক,
শামাউন, যিপ্তহ এবং দাউদ ও শামুয়েল ও
নবীদের কথা বলতে গেলে সময়ের অকুলান
হবে। ৩৩ ঈমান দ্বারা এঁরা নানা রাজ্য পরাজিত
করলেন, ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করলেন, নানা
প্রতিজ্ঞার ফল লাভ করলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ
করলেন, ৩৪ আগুনের তেজ নিভিয়ে ফেললেন,
তলোয়ারের মুখ এড়ালেন, দুর্বলতা থেকে শক্তি
লাভ করলেন, যুদ্ধে বিক্রমশালী হলেন,
বিজাতীয়দের সৈন্যশ্রেণী তাড়িয়ে দিলেন।
৩৫ নারীরা নিজ নিজ মৃত লোককে পুনরুত্থান
দ্বারা ফিরে পেয়েছিলেন; অন্যেরা প্রহার দ্বারা
নিহত হলেন, মুক্তি গ্রহণ করেন নি, যেন শ্রেষ্ঠ
পুনরুত্থানের ভাগী হতে পারেন। ৩৬ আর
অন্যেরা বিদ্রূপের ও কশাঘাতের, এমন কি,

---

আল্লাহ্‌র সাথে মৃত্যুর পর নতুন জীবনে মিলিত হওয়া; আর এ জন্যই তারা তাদের ঈমানে অটল থেকেছিলেন।

**১১:১৯ আল্লাহ্ মৃতদের ... সমর্থ।** ইব্রাহিমের ঈমান এতটা শক্তিশালী ছিল যে, তিনি বিশ্বাস করতেন যদি প্রয়োজন হয়, আল্লাহ্ ইসহাককে মৃতদের মধ্য থেকে তুলবেন। তাঁর এই ঈমানই ইসহাককে জীবন দান করেছিল।

**১১:২৫ গুনাহের অস্থায়ী সুখভোগের চেয়ে।** মিসরীয় রাজপ্রাসাদে বিলাস ও মর্যাদার সাথে বাস করার কথা বোঝানো হয়েছে। প্রত্যেকে ঈসায়ীকে তার পার্থিব জীবনে এই দু'টি বিষয়ের মাঝে একটি বেছে নিতে হয়।

**১১:২৬ মসীহের দুর্নাম।** যদিও মসীহী আশা ও প্রত্যাশা সম্পর্কে মূসার ধারণা একেবারেই সীমিত ছিল, তথাপি তিনি আল্লাহ্‌র আহ্বানে আক্ষরিক অর্থেই পথে নেমেছিলেন এবং মিসরের সমস্ত ধন-সম্পদ ও বিলাসিতা উপেক্ষা করেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বিশ্বস্ত নবী হতে পেরেছিলেন।

**১১:৩০ জেরিকোর প্রাচীর ... পড়ে গেল।** মূসার মৃত্যুর পর ইউসা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁরই নেতৃত্বে জেরিকো নগরী ধ্বংস হয়।

**১১:৩১ পতিতা রাহব।** রাহবের নামের শুরুতে তার পরিচয় দেওয়ার মধ্য দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে, যে কেউ পূর্বেকার জীবন থেকে মন ফিরিয়ে ও গুনাহ্ স্বীকার করে আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ লাভ করতে পারে।

**১১:৩৬ অন্যেরা ... পরীক্ষা ভোগ করলেন।** অনেক ঈমানদার আল্লাহ্‌র সহভাগিতা লাভ করলেও দুনিয়াবী দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই পান নি; এর মধ্য দিয়েই তাদেরকে ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

**১১:৩৭ করাত দ্বারা বিদীর্ণ।** সম্ভবত নবী ইশাইয়ার কথা বলা

বন্ধনের ও কারাগারের পরীক্ষা ভোগ করলেন;
৩৭ তাঁরা প্রস্তরাঘাতে হত, পরীক্ষিত, করাত দ্বারা
বিদীর্ণ, তলোয়ার দ্বারা নিহত হলেন; তাঁরা
ভেড়ার ও ছাগলের চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতেন,
দীনহীন, ক্লিষ্ট, নির্যাতিত হতেন; ৩৮ এই দুনিয়া
যাঁদের যোগ্য ছিল না, তারা মরুভূমিতে
মরুভূমিতে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ও
দুনিয়ার গহ্বরে গহ্বরে ঘুরে বেড়াতেন। ৩৯ আর
ঈমানের জন্যই এঁদের সকলের পক্ষে সাক্ষ্য
দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এঁরা প্রতিজ্ঞার ফল পান
নি; ৪০ কেননা আল্লাহ্ আমাদের জন্য আরও
কোন শ্রেষ্ঠ বিষয় ঠিক করে রেখেছিলেন, যেন
তাঁরা আমাদের ছাড়া পূর্ণতা না পান।

### ঈমানের আদিকর্তা ঈসা মসীহ্

১২ ১ অতএব এমন বড় সাক্ষীমেঘে বেষ্টিত
হওয়াতে এসো, আমরাও সমস্ত বোঝা ও
সহজ বাধাজনক গুনাহ্ ফেলে দিয়ে আমাদের
সম্মুখের দৌড় প্রতিযোগিতায় ধৈর্যপূর্বক দৌড়াই;
২ ঈমানের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা ঈসার প্রতি
দৃষ্টি রাখি; তিনিই তাঁর সম্মুখস্থ আনন্দের জন্য
ক্রুশীয় মৃত্যু সহ্য করলেন, অপমান তুচ্ছ করলেন
এবং আল্লাহ্‌র সিংহাসনের ডান পাশে উপবিষ্ট
হয়েছেন।
৩ তাঁর বিষয়েই আলোচনা কর, যিনি নিজের
বিরুদ্ধে গুনাহ্‌গারদের এত বড় শত্রুতা সহ্য
করেছিলেন, যেন তোমরা প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন
হয়ে না পড়। ৪ তোমরা গুনাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ করতে
করতে এখনও পর্যন্ত এমন প্রতিরোধ কর নি,
যাতে তোমাদের রক্তপাত হতে পারে।

### প্রভুর শাসনের শুভ ফল

৫ আল্লাহ্ তাঁর সন্তান হিসেবে তোমাদের সঙ্গে
যে কথাবার্তা বলেছেন তোমরা সেই উৎসাহের
কালাম ভুলে গেছ, তিনি বলেছেন,

২৪:২১; ১:৮
১বাদশা ১৯:১০।
[১১:৩৮] ১বাদশা
১৮:৪; ১৯:৯।
[১১:৪০] প্রকা
৬:১১; ইব ২:১০।

[১২:১] ইব ১০:৩৬;
১করি ৯:২৪।
[১২:২] ইব ২:১০;
জবুর ২৫:১৫; ফিলি
২:৮,৯; ইব ২:৯;
১৩:১৩; মার্ক
১৬:১৯।
[১২:৩] গালা ৬:৯;
প্রকা ২:৩।
[১২:৬] জবুর
৯৪:১২; ১১৯:৭৫;
প্রকা ৩:১৯; মেসাল
৩:১১,১২।
[১২:৭] দ্বি:বি: ৮:৫;
২শামু ৭:১৪;
মেসাল ১৩:২৪।
[১২:৮] ১পিতর
৫:৯।
[১২:৯] শুমারী
১৬:২২; ২৭:১৬;
প্রকা ২২:৬; ইশা
৩৮:১৬।
[১২:১০] ২পিতর
১:৪।
[১২:১১] ইশা
৩২:১৭; আইয়ুব
৩:১৭,১৮।
[১২:১২] ইশা
৩৫:৩।
[১২:১৩] মেসাল
৪:২৬; গালা ৬:১।

"হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করো না,
তিনি অনুযোগ করলে ক্লান্ত হয়ো না।
৬ কেননা প্রভু যাকে মহব্বত করেন,
তাকেই শাসন করেন,
সন্তান হিসেবে যাকে গ্রহণ করেন,
তাকেই শাস্তি দেন।"
৭ শাসনের জন্যই তোমরা সহ্য করছো; যেমন
সন্তানদের প্রতি, তেমনি আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি
ব্যবহার করছেন; কেননা পিতা যাকে শাসন না
করেন, এমন সন্তান কোথায়? ৮ প্রত্যেক
সন্তানকে যেমন শাসন করা হয় তেমনি
তোমাদের যদি শাসন করা না হয় তবে তো
তোমরা জারজ সন্তান, সত্যিকারের সন্তান নও।
৯ আবার আমাদের দুনিয়াবী পিতারা আমাদের
শাসনকারী ছিলেন এবং আমরা তাঁদেরকে সম্মান
করতাম; তবে যিনি রূহ্ সকলের পিতা, আমরা
কি অনেক গুণ বেশি পরিমাণে তাঁর অধীনতা
স্বীকার করে জীবন ধারণ করবো না? ১০ পিতারা
তো অল্প দিনের জন্য, তাঁরা যা ভাল মনে
করতেন তেমনি শাসন করতেন, কিন্তু আল্লাহ্
আমাদের মঙ্গলের জন্যই শাসন করছেন যেন
আমরা তাঁর পবিত্রতার ভাগী হই। ১১ কোন
শাসনই আপাতত আনন্দের বিষয় বলে মনে হয়
না, কিন্তু দুঃখের বিষয় বলে মনে হয়; তবুও
শাসনের মধ্য দিয়ে যাদের অভ্যাস জন্মেছে, তা
পরে তাদেরকে ধার্মিকতার শান্তিযুক্ত ফল দান
করে।
১২ অতএব তোমাদের শিথিল হাত ও অবশ হাঁটু
সবল কর; ১৩ এবং নিজ নিজ চরণের জন্য সরল
পথ প্রস্তুত কর, যেন যারা খঞ্জ তাদের অবস্থা
আরও খারাপ না হয়, বরং সুস্থ হয়।

হচ্ছে। প্রচলিত ধারণামতে বাদশাহ্ মনঃশি তাঁকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন।

**১১:৩৮ এই দুনিয়া যাঁদের যোগ্য ছিল না।** আল্লাহ্‌ভক্ত ও পবিত্র লোকদেরকে দুনিয়া ও এর মানুষরা গ্রহণ করে নি এবং তাদেরকে এই দুনিয়াতে থাকার যোগ্য বলে মনে করে নি। কিন্তু আসলে এই দুনিয়াই তাদের মত পবিত্র মানুষকে ধারণ করার জন্য যোগ্য ছিল না; যে কারণে আল্লাহ্ তাদের জন্য বেহেশতে নগর প্রস্তুত করেছেন।

**১১:৪০ আমাদের ছাড়া পূর্ণতা না পান।** পুরাতন নিয়মের আল্লাহ্‌ভক্ত লোকেরা আল্লাহ্‌র ওয়াদা পরিপূর্ণতা দেখতে পান নি এবং তাঁর দোয়াও লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের জন্য দোয়া ও রহমত বয়ে এনেছেন। নতুন পৃথিবী ও নতুন বেহেশতে তারা আমাদের সঙ্গে এই পূর্ণ অনুগ্রহ ও দোয়ার সহভাগিতা লাভ করবেন।

**১২:১ বৃহৎ সাক্ষীমেঘে বেষ্টিত।** এই অলঙ্করণের মধ্য দিয়ে মূলত কোন বিরাট সংখ্যক জনতার কথা বোঝানো হয়েছে, যারা সকলে একসাথে কোন বিশেষ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

**সম্মুখের দৌড় প্রতিযোগিতা।** আমাদের ঈসায়ী জীবনের পুরোটা সময় জুড়ে যে ঈমানের সংগ্রাম চালাতে হয়, তা আমাদের জন্য এক প্রাণপণ প্রতিযোগিতার সামিল।

**১২:২ ঈসার প্রতি দৃষ্টি রাখি।** ঠিক যেভাবে একজন দৌড়বিদ শেষ সীমারেখার প্রতি মনযোগ রাখে, সেভাবেই আমাদের উচিত ঈসা মসীহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, যিনি আমাদের ঈমানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

**১২:৫ প্রভুর শাসন।** ঈমান আনার কারণে দুনিয়াবী বিভিন্ন কষ্টভোগ ও অত্যাচার, যা আল্লাহ্‌র সন্তান হিসেবে আমাদের রূহানিক উন্নয়নের জন্য নির্দেশনামূলক ও সংশোধনমূলক প্রশিক্ষণ হিসেবে দেখা উচিত।

**১২:১০ অল্প দিনের জন্য।** মানবীয় পিতা-মাতার শাসন সীমিত সময়ের জন্য, অর্থাৎ কেবল শৈশবের জন্য উপযুক্ত; কিন্তু বেহেশতী শাসন উৎকৃষ্টতর, যা মানুষকে স্বয়ং আল্লাহ্‌র একান্ত পবিত্রতার সাথে একীভূত করে।

BACIB International Bible CHURCH

### আল্লাহ্‌র রহমতকে প্রত্যাখান করার বিষয়ে সাবধান বাণী

১৪ সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে কঠোরভাবে
চেষ্টা কর এবং যা ছাড়া কেউই প্রভুর দর্শন পাবে
না সেই পবিত্রতার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা কর;
১৫ দেখো, কেউ যেন আল্লাহ্‌র রহমত থেকে
বঞ্চিত না হয়; পাছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত
হয়ে তোমাদেরকে উৎপীড়িত করে এবং এতে
অধিকাংশ লোক নাপাক হয়; ১৬ পাছে কেউ
জেনাকারী বা ধর্ম বিরূপক হয়, যেমন ইস্‌, সে
তো এক বারের খাদ্যের জন্য নিজের
জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করেছিল। ১৭ তোমরা তো
জান, তারপর যখন সে দোয়ার অধিকারী হতে
বাসনা করলো, তখন সজল নয়নে সযত্নে তার
চেষ্টা করলেও তাঁকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, কারণ
সে মন পরিবর্তনের সুযোগ পেল না।

### অকম্পমান রাজ্যের অধিকারীদের সৌভাগ্য

১৮ কারণ তোমরা স্পর্শ করা যায় এমন জ্বলন্ত
আগুনের পর্বত, কালো রংয়ের মেঘ, অন্ধকার,
ঝড়, তূরীর ধ্বনি, ১৯ ও কথা বলার আওয়াজের
কাছে উপস্থিত হও নি। সেই আওয়াজ যারা
শুনেছিল, তারা ফরিয়াদ করেছিল, যেন তাদের
কাছে আর কথা বলা না হয়; ২০ কারণ এই হুকুম
তারা সহ্য করতে পারল না, "যদি কোন পশু
পর্বত স্পর্শ করে, তবে তাকেও পাথর ছুঁড়ে হত্যা
করা হবে"; ২১ এবং সেই দর্শন এমন ভয়ঙ্কর ছিল
যে, মূসা বললেন, "আমি ভয়ে কাঁপছি"। ২২ কিন্তু
তোমরা এই সকলের কাছে উপস্থিত হয়েছ, যথা
সিয়োন পর্বত, জীবন্ত আল্লাহ্‌র পুরী বেহেশতী
জেরুশালেম, অযুত অযুত ফেরেশতা,
২৩ বেহেশতে লেখা প্রথমজাতদের সাধারণ সভা
ও মণ্ডলী, সকলের বিচারকর্তা আল্লাহ্‌, সিদ্ধতায়
উন্নীত ধার্মিকদের রূহ্‌, ২৪ নতুন নিয়মের মধ্যস্থ
ঈসা এবং ছিটানো রক্ত, যা হাবিলের রক্ত থেকেও
উত্তম কথা বলে।
২৫ দেখো, যিনি কথা বলেন, তাঁর কথা শুনতে
অসম্মত হয়ো না; কারণ যিনি দুনিয়াতে
সাবধানবাণী বলেছিলেন, তাঁর কথা শুনতে
অসম্মত হওয়াতে যখন ঐ লোকেরা রক্ষা পায়
নি, তখন যিনি বেহেশত থেকে আমাদের
সাবধান করছেন, তাঁর কথা অগ্রাহ্য করলে
আমরা যে রক্ষা পাব না, তা কত না নিশ্চিত!
২৬ সেই সময়ে তাঁর কণ্ঠস্বর দুনিয়াকে কাঁপিয়ে
তুলেছিল; কিন্তু এখন তিনি এই ওয়াদা
করেছেন,
"আমি আর একবার কেবল দুনিয়াকে নয়,
আসমানকেও কাঁপিয়ে তুলবো।"
২৭ এখানে "আর এক বার," এই শব্দ দু'টি দ্বারা
নির্দেশ করা হচ্ছে, সেই কম্পমান বিষয়গুলো
সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তা দূরীকৃত হবে, যেন
অকম্পমান বিষয়গুলো স্থায়ী হয়। ২৮ অতএব
অকম্পনীয় রাজ্য পাবার অধিকারী হওয়াতে,
এসো, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ হই, যা
দ্বারা ভক্তি ও ভয় সহকারে আল্লাহ্‌র প্রীতিজনক
এবাদত করতে পারি। ২৯ কেননা আমাদের
আল্লাহ্‌ গ্রাসকারী আগুনের মত।

### ভাইদের প্রতি মহব্বত ও ঈমান সম্বন্ধে নিবেদন

১৩ ১ একে অন্যকে ভাইয়ের মত মহব্বত
করতে স্থির থাক। তোমরা
মেহমানদের সেবা করতে ভুলে যেও না।
২ কেননা কেউ কেউ না জেনে এভাবে
ফেরেশতাদেরও মেহমানদারী করেছেন।
৩ তোমাদের নিজেদের সহবন্দী জেনে বন্দীদের
স্মরণ করো এবং যারা অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের
সঙ্গে যেন তোমরাও অত্যাচারিত হচ্ছ, এভাবে
তাদের স্মরণ করো। ৪ সকলের মধ্যে বিয়ে
আদরণীয় ও সেই বিছানা বিমল হোক; কেননা
জেনাকারীদের ও পতিতাগামীদের বিচার আল্লাহ্‌
করবেন। ৫ টাকা-পয়সাকে ভালবাসা থেকে
নিজেদের দূরে রেখো; তোমাদের যা আছে
তাতে সন্তুষ্ট থাক; কারণ তিনিই বলেছেন,
"আমি কোনক্রমে তোমাকে ছাড়বো না ও

[১২:১৪] রোমীয় ১৪:১৯; ৬:২২; মথি ৫:৮।
[১২:১৫] গালা ৫:৪; দ্বি:বি: ২৯:১৮।
[১২:১৬] ১করি ৬:১৮; পয়দা ৫:২৯-৩৪।
[১২:১৭] পয়দা ২৭:৩০-৪০।
[১২:১৮] হিজ ১৯:১২-২২; ২০:১৮; দ্বি:বি: ৪:১১।
[১২:১৯] হিজ ২০:১৮,১৯।
[১২:২০] হিজ ১৯:১২,১৩।
[১২:২১] দ্বি:বি: ৯:১৯।
[১২:২২] ইশা ২৪:২৩; ৬০:১৪।
[১২:২৩] হিজ ৪:২২; প্রকা ২০:১২।
[১২:২৪] ১পিতর ১:২; পয়দা ৪:১০।
[১২:২৫] দ্বি:বি: ১৮:১৯।
[১২:২৬] হিজ ১৯:১৮; হগয় ২:৬।
[১২:২৭] ইশা ৩৪:৪; ৫৪:১০।
[১২:২৮] জবুর ১৫:৫; দানি ২:৪৪।
[১২:২৯] জবুর ৯৭:৩।
[১৩:১] আইয়ুব ৩১:৩২; মথি ২৫:৩৫।
[১৩:৩] কল ৪:১৮।
[১৩:৪] মালাখি ২:১৫।

---

**১২:১৪ পবিত্রতার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা কর।** গুনাহ্‌ থেকে পৃথক হওয়া, আল্লাহ্‌র জন্য নিজেকে আলাদা করা, তাঁর নিকটবর্তী হওয়া, তাঁর অনুকারী হওয়া এবং সব দিক থেকে তাঁর উপস্থিতি, ধার্মিকতা ও সহভাগিতার অন্বেষণ করা।

**১২:১৫ তিক্ততার কোন মূল।** অহঙ্কার, শত্রুতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অন্যের জন্য ক্ষতিকর যে কোন কিছু; মূলত যা কোন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া বা চলমান শত্রুতা থেকে জন্ম নেয়।

**১২:২২ সিয়োন পর্বত।** আক্ষরিকভাবে সিয়োন পর্বত নয়, বরং আল্লাহ্‌র বেহেশতী নগরীর কথা বোঝানো হয়েছে, যেখানে ও তাদের নগরী যারা সেখানে তাঁর সাথে বাস করেন (দেখুন ১১:১০, ১৩-১৬; ১৩:১৪; ফিলি ৩:২০)। এ পরিস্থিতিগুলো যার অধীনে পুরাতন চুক্তি দেয়া হয়েছিল (১৮-২১ আয়াত) এবং নতুন চুক্তির বৈশিষ্ট্য (২২-২৪ আয়াত) দু'টো চুক্তি মাঝেকার পুরোদস্তুর তারতম্য তুলে ধরছে, এবং আরেকটি সতর্কীকরণ ও অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করছে তাদের প্রতি যারা এখনও ইহুদীবাদে ফিরে যেতে চেষ্টা করছে। অযুত অযুত ফেরেশতা প্রকা ৫:১১-১২।

**১২:২৩ প্রথমজাতদের ... মণ্ডলী।** সাধারণ অর্থে সমস্ত ঈমানদারদের কথা বোঝানো হয়েছে, যারা ঈসায়ী মণ্ডলীর অংশ।

**১২:২৪ হাবিলের রক্ত থেকেও উত্তম কথা।** হাবিলের রক্ত ন্যায়বিচার ও প্রতিশোধের জন্য চিৎকার করে উঠেছিল, অপরদিকে ক্রুশে ঈসা মসীহের রক্তপাত ক্ষমা ও সম্মিলনের কথা বলে।

**১২:২৬ পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেছিল।** এমন এক দিন আসছে, যখন আল্লাহ্‌ প্রচলিত সবকিছু কাঁপিয়ে তুলবেন, অর্থাৎ এই অসার পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়ে নতুন পৃথিবী ও আকাশ গড়ে তুলবেন।

BACIB International Bible CHURCH

কোনক্রমে তোমাকে ত্যাগ করবো না।”
৬ অতএব আমরা সাহসপূর্বক বলতে পারি, “প্রভু
আমার সহায়, আমি ভয় করবো না; মানুষ আমার
কি করতে পারে?”
৭ যাঁরা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে
গেছেন, তোমাদের সেই নেতাদেরকে স্মরণ কর
এবং তাঁদের আচরণের শেষগতি আলোচনা
করতে করতে তাঁদের ঈমানের অনুকারী হও।
৮ ঈসা মসীহ্‌ গতকাল ও আজ এবং অনন্তকাল
যেরকম, সেই রকমই আছেন। ৯ তোমরা নানা
রকম অদ্ভুত শিক্ষা দ্বারা বিপথে চালিত হয়ো না;
কেননা হৃদয় যে রহমত দ্বারা শক্তিশালী হয় তা
ভাল, খাদ্যের বিষয়ে নানা নিয়ম-কানুনের দ্বারা
নয়, কারণ যারা খাদ্যের নিয়ম-কানুনের উপর
নির্ভর করে চলতো তাদের কোন লাভ হয় নি।
১০ আমাদের একটি কোরবানগাহ্‌ আছে এবং
তাঁবুর সেবকদের সেই কোরবানগাহ্‌র সামগ্রী
ভোজন করার কোন অধিকার নেই। ১১ কারণ যে
যে পশুর রক্ত গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য মহা-ইমাম
পবিত্র স্থানের ভিতরে নিয়ে যান, সেই সমস্ত
পশুর দেহ শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে
দেওয়া হয়। ১২ এই কারণে ঈসাও নিজের রক্ত
দ্বারা লোকবৃন্দকে পবিত্র করার জন্য নগর-দ্বারের
বাইরে মৃত্যু ভোগ করলেন। ১৩ অতএব এসো,
আমরা তাঁর দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের
বাইরে তাঁর কাছে গমন করি। ১৪ কারণ এখানে
আমাদের চিরস্থায়ী নগর নেই; কিন্তু আমরা সেই
ভাবী নগরের খোঁজ করছি। ১৫ অতএব এসো,
আমরা তাঁরই দ্বারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে
নিয়মিতভাবে প্রশংসা-গজল উৎসর্গ করি, অর্থাৎ
ওষ্ঠাধরের ফল যা তার নাম স্বীকার করে।
১৬ আর উপকার ও সহভাগিতার কাজ ভুলে যেও
না, কেননা সেই রকম কোরবানীতে আল্লাহ্‌ প্রীত
হন।
১৭ তোমরা তোমাদের নেতাদের হুকুম পালন
কর ও বশীভূত হও, কারণ হিসাব দিতে হবে
বলে তাঁরাই তোমাদের প্রাণের জন্য প্রহরীর
কাজ করছেন। তাঁরা যেন আনন্দপূর্বক সেই
কাজ করতে পারেন, দুঃখিত মনে তা না করেন।
যদি দুঃখের সঙ্গে তা করতে হয় তবে তোমাদের
পক্ষে তা মঙ্গলজনক হবে না।
১৮ আমাদের জন্য মুনাজাত কর, কেননা আমরা
নিশ্চয় জানি, আমাদের সৎবিবেক আছে, সমস্ত
বিষয়ে সদাচরণ করতে ইচ্ছা করছি। ১৯ আমি
বিনতিপূর্বক তোমাদেরকে মুনাজাত করতে বলছি
যেন আমাকে শীঘ্রই তোমাদের কাছে পুনরায়
দেওয়া হয়।
২০ আর শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি অনন্তকাল স্থায়ী
নিয়মের রক্ত দ্বারা সেই মহান পাল-রক্ষককে,
আমাদের প্রভু ঈসাকে, মৃতদের মধ্য থেকে
উঠিয়ে এনেছেন, ২১ তিনি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ
করার জন্য তোমাদেরকে সমস্ত উত্তম বিষয়ে
পরিপক্ক করুন। তাঁর দৃষ্টিতে যা প্রীতিজনক ঈসা
মসীহ্‌ দ্বারা তা আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন।
যুগে যুগে তাঁর মহিমা হোক। আমিন।

### শেষ কথা ও শুভেচ্ছা

২২ হে ভাইয়েরা, তোমাদেরকে ফরিয়াদ করছি,
তোমরা এই উপদেশ সহ্য কর; আমি তো
সংক্ষেপে তোমাদেরকে লিখলাম। ২৩ এই কথা
জেনো যে, আমাদের ভাই তীমথি মুক্তি
পেয়েছেন; তিনি যদি শীঘ্র আসেন, তবে আমি
তাঁর সঙ্গে তোমাদেরকে দেখতে আসবো।
২৪ তোমরা তোমাদের সকল নেতাকে ও সকল
পবিত্র লোককে সালাম জানিয়ো। ইতালির
লোকেরা তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছে।
২৫ রহমত তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক।
আমিন।

[১৩:৫] দ্বি:বি: ৩১:৬,৮। [১৩:৬] জবুর ১১৮:৬,৭। [১৩:৭] ইব ৪:১২; ৬:১২। [১৩:৮] জবুর ১০২:২৭। [১৩:৯] ইফি ৪:১৪; কল ২:৭; ২:১৬। [১৩:১০] ১করি ৯:১৩; ১০:১৮। [১৩:১১] হিজ ২৯:১৪। [১৩:১২] ইফি ১৯:২৭; রোমীয় ৩:২৫। [১৩:১৩] লূক ৯:২৩; ইব ১১:২৬। [১৩:১৪] ১:১০,২৭; ফিলি ৩:২০। [১৩:১৫] ইশা ৫৭:১৯। [১৩:১৬] রোমীয় ১২:১৩; ফিলি ৪:১৮। [১৩:১৭] প্রেরিত ২০:২৮। [১৩:১৮] ১থিষ ৫:২৫। [১৩:২০] ইশা ৫:৩; ৬১:৮; ইহি ৩৭:২৬। [১৩:২১] ফিলি ২:১৩; ১ইউ ৩:২২। [১৩:২২] ১পিতর ৫:১২। [১৩:২৩] প্রেরিত ১৬:১। [১৩:২৪] ৭,১৭; প্রেরিত ১৮:২।

---

**১৩:৬ প্রভু আমার সহায়।** আমাদের জাগতিক ধন-সম্পদ যতই সামান্য হোক, অথবা আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, ভয় করবার প্রয়োজন নেই, কারণ আল্লাহ্‌ আমাদের কখনই ত্যাগ করবেন না (ইউসা ১:৫)। পাক-কিতাব পরিষ্কার ভাবেই বলে যে, বেহেশতী পিতা আমাদের জন্য চিন্তা করেন। তাই, আমরা ইবরানী পত্রের লেখকের সঙ্গে, জবুরের সুরে সুর মিলিয়ে এই কথা বলতে পারি যে, প্রভু আমার সহায় আমি ভয় করবো না।” অবার অনটনের সময়ে, দুঃখ কষ্টের সময়ে, পরীক্ষা ও বিপদের সয়ে এই কথাগুলো আরও দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা বলতে পারি (মথি ৬:৩০, ৩৩ দেখুন)।

**১৩:৮ ঈসা ... সেই রকমই আছেন।** ঈসা মসীহ্‌ কখনো পরিবর্তিত হন না, এই সত্যটি আমাদের ঈমানের সুদৃঢ় এক ভিত্তি। তিনি আগে যেমন আমাদের ভালবাসতেন এখনও তেমনই বাসেন এবং তিনি তাঁর সকল ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

**১৩:১২ লোকবৃন্দকে পবিত্র করার জন্য।** ঈসা জেরুশালেম নগরীর বাইরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যেন আমাদের পবিত্র করতে পারেন, অর্থাৎ পুরাতন গুনাহ্‌পূর্ণ জীবন থেকে পৃথক করতে পারেন।

**১৩:১৩ শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।** ইহুদীবাদ থেকে পৃথক হয়ে মসীহ্‌তে ঈমানদার হওয়া বোঝানো হয়েছে। মসীহ্‌কে গ্রহণ করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই পুরাতন মোড়ক থেকে, পুরাতন বাসস্থান থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

**১৩:১৭ নেতাদের ... বশীভূত হও।** আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ঈসায়ী নেতাদের, পালকদের ও শিক্ষকদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, তাদের নির্দেশ পালন করা ও তাদের বাধ্য হওয়া; কারণ এর মধ্য দিয়ে আমরা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌রই প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি।